জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

রাস্তায় ট্রেন

ট্রাকে করে ট্রেনের ভাঙা কামরা সরাতে গিয়ে দুর্ঘটনা। ঘটনার জেরে আটকে গেল রাস্তা। বিহারের এই ঘটনায় তুমুল শোরগোল। তবে হতাহতের খবর নেই

শীতঘুমে শীত

চেনা শীতের দেখা নেই। যদিও বছর শেষে খানিকটা নিম্নমুখী পারদ। বছরের শুরুতেই অপরিবর্তিত থাকবে আবহাওয়া। বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিংয়ে

রাজ্যের ৬৯৬টি থানার মধ্যে সেরার স্বীকৃতি পেল বীজপুর

যোগীরাজ্যে যৌননিগ্রহের প্রতিবাদে ফুটন্ত তেলে ফেলা হল তরুণীকে

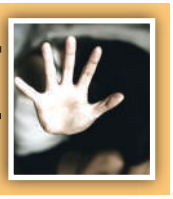

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৩০ ● ১ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ১৫ পৌষ ১৪৩০ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 230 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 1 JANUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

স্বাগত ২০২৪। পার্ক স্টিটে রবিবার। ছবি— সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শপথ, অঙ্গীকার, খুশির বর্ষবরণ

প্রতিবেদন : আরও একটা বছরকে বিদায় দিয়ে নতুনকে স্বাগত জানাল বিশ্ব। ২০২৩-কে বিদায় দিয়ে যাত্রা শুরু হল ইংরেজি নববর্ষ ২০২৪-এর। ২০২৪-কে স্বাগত জানাতে রবিবারের সকাল থেকেই সেলিব্রেশন মুডে ছিল তিলোত্তমা। কলকাতার পর্যটনকেন্দ্র ও দর্শনীয় স্থানগুলিতে ভিড় ছিল নজরকাড়া। আর সন্ধ্যার পর থেকেই সেই ভিড় অভিমুখ বদল করে পার্ক স্ট্রিটের দিকে ঘুরে যায়। বর্ষবরণের রাতে কলকাতা হয়ে ওঠে প্রাণচঞ্চল। রাত যত গড়িয়েছে, ততই বেড়েছে উন্মাদনা। নতুনকে স্বাগত জানাতে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে ভেসে যায় মহানগরী। রবিবার রাতের পার্ক স্ট্রিট রং-বেরংয়ের আলোকমালায় হয়ে উঠেছিল মোহময়ী। বড়দিনের উৎসবের রেশ ধরেই ইংরেজি নতুন বছরকে স্বাগত জানাল পার্ক স্ট্রিট। আর ভিড় সামলে পরিবেশ-পরিস্থিতি শান্ত রেখে আরও একবার 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' কলকাতা পুলিশ। মানুষের আনন্দ যাতে মাটি না হয়ে যায় পুলিশ-প্রশাসন নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে নির্ঝঞ্ঝাট আরও (এরপর ১১ পাতায়)

পাশে পুলিশ। রবিবার।

আজ ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী তৃণমূল কংগ্রেসের

প্রতিবেদন : আজ আরও একটা শপথের দিন। এবার স্বৈরাচারী শাসকদলকে শাসন ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার শপথ নেওয়ার পালা। নতুন বছরের নতুন সূর্যের ছোঁয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস অঙ্গীকার করবে কেন্দ্রের জনবিরোধী সরকারকে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাধি দেওয়ার। সারা দেশে যে সরকার একটা বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, তাদের সরিয়ে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই হবে নতুন বছরে নতুন দিনের শপথ।

২৬টা বছর পেরিয়ে আজ ২৭-এ পা দিল তৃণমূল কংগ্রেস। আজ, ১ জানুয়ারি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস। আজ শপথ নেওয়ার দিন, নয়া অঙ্গীকারের দিন। আজ থেকে বাংলার মানুষের আশীর্বাদ-ভালবাসা-দোয়া পাথেয় করে আগামীর পথ চলা শুরু হবে। সামনেই ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনে কেন্দ্রের সরকারকে হটিয়ে দেশে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে হবে।

(এরপর ১১ পাতায়)

নন্দিনী নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব

■ বিদায়ী মুখ্যসচিব তথা মুখ্যমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর সঙ্গে নতুন মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকা ও নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী।

প্রতিবেদন : বছরের শেষদিনে বাংলা পেল নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব। রাজ্যের নয়া স্বরাষ্ট্রসচিব হলেন নন্দিনী চক্রবর্তী। রবিবারই তিনি স্বরাষ্ট্রসচিব হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি হলেন রাজ্যের দ্বিতীয় মহিলা স্বরাষ্ট্রসচিব। রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার গুরুভার তুলে দিলেন নন্দিনীর কাঁধে। উল্লেখ্য, এতদিন এই পদে ছিলেন বি পি গোপালিকা। সম্প্রতি পদোন্নতি হয়েছে তাঁর। (এরপর ১০ পাতায়)

বাংলা দিবস, রাজ্য সঙ্গীত

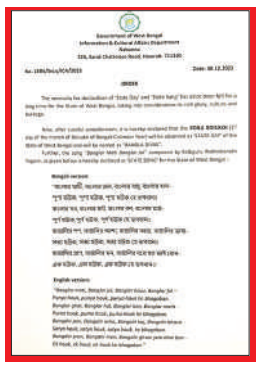

প্রতিবেদন : এবার থেকে রাজ্য সরকারের যে কোনও অনুষ্ঠানের শুরুতে গাইতে হবে 'রাজ্য সঙ্গীত'। শনিবার এই মর্মেই এক নির্দেশিকা জারি করেছে নবান্ন। এ ছাড়াও ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনুষ্ঠান শেষে গাইতে হবে জাতীয় সঙ্গীত। মুখসচিবের সই করা ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, পয়লা বৈশাখ দিনটিকে 'রাজ্য দিবস' হিসেবে পালন করা হবে এবার থেকে। গত সেপ্টেম্বরে রাজ্য বিধানসভায় রাজ্য সঙ্গীত এবং রাজ্য দিবস নিয়ে প্রস্তাব এনেছিল তৃণমূলের পরিষদীয় দল। প্রস্তাবক ছিলেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সুশীল সাহা, বিরবাহা হাঁসদা, সত্যজিৎ বর্মন, কালীপদ মণ্ডল, বিশ্বজিৎ দাস এবং কৃষ্ণ কল্যাণী।

'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' কবে, তা ঠিক করতে একটি কমিটি গঠন করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ তথা ইতিহাসবিদ সুগত বসুকে উপদেষ্টা করে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস নির্ধারণ কমিটি' তৈরি হয়। আহ্বায়ক করা হয় বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। (এরপর ১১ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

তুচ্ছ

হ্যাঁ, আমি বড় তুচ্ছ
কিন্তু ভালোবাসি ময়ূর পুচ্ছ
দোলের দোলনায় তৃষ্ণায় স্বচ্ছ।

হোলির রঙিন রঙ তুফান
জীবনে নূতনের আহ্বান
বসন্ত তো নবীনের দান
জাগো, জাগাও মানব প্রাণ।

কচি পাতার কচি কাঁচা
পদ্মপাতার জলে সুরে বাঁচা
সুরের দিগন্তে শব্দ আঁচা
বসন্ত সকালে আচ্ছা চাঁপাগাছা।

শুষ্ক ডালের কচির ছোঁওয়ায়
আমি তো থাকি খোলা হাওয়ায়
আমি তো তুচ্ছ নদী নালায়
তুচ্ছ, থাকি তাই কচুরিপানায়।

আমি তুচ্ছ তাই তুচ্ছ জীবন
দোলেন ফাগুনে দোলায় জীবন-মরণ
পৃথিবীটা আমার বড় আপন
ওরে বিহঙ্গ, বসন্ত তোর ইন্ধন।

অমর্ত্যকে শুভেচ্ছা

ভারতরত্ন, নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে শান্তিনিকেতন প্রতীচীর ঠিকানায় নববর্ষের শুভেচ্ছাবার্তা পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অমর্ত্যর হয়ে প্রতীচীতে নোবেলজয়ীর সুহৃদ গীতিকণ্ঠ মজুমদার এই প্রাপ্তিসংবাদ জানান। তিনি শুভেচ্ছাবার্তাটি হোয়াটসঅ্যাপে অমর্ত্যকে পাঠিয়েও দিয়েছেন।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
1 January, 2024 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৯৪ সত্যেন্দ্রনাথ বসু

(১৮৯৪-১৯৭৪) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত পদার্থবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার হিসেবে যোগদানের পর সত্যেন্দ্রনাথ বসু তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞান ও এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির ওপর কাজ শুরু করেন। এ ছাড়া তিনি ক্লাসে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পড়াতেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে আজ সারা দুনিয়া সমীহ করে কেবল মাত্র একটি অঙ্ক ভুল করার কারণেই। একদিন ক্লাসে আলোকতড়িৎ ক্রিয়া ও অতিবেগুনি রশ্মি বিপর্যয় পড়ানোর সময় তিনি শিক্ষার্থীদের বর্তমান তত্ত্বের দুর্বলতা বোঝাতে এই তত্ত্বের সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের পার্থক্য তুলে ধরেন। ঠিক ওই সময় তত্ত্বটিকে অঙ্কের মাধ্যমে বোঝাতে গিয়েই তিনি ভুলটা করে ফেলেন। পরে দেখা যায় তাঁর ওই ভুলের ফলে পরীক্ষার সঙ্গে তত্ত্বের অনুমান মিলে যাচ্ছে! তিনি তখন মনে মনে ভাবলেন, সে ভুল নিশ্চয় কোনও ভুল নয়। শুরু হল তার উপর নিজের মতো করে গবেষণা। প্রথম প্রথম কেউ তাঁর কথা মানতে চাননি। পরবর্তীতে সত্যেন্দ্রনাথ হতাশ চিত্তে গবেষণাপত্রটি আইনস্টাইনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আইনস্টাইন পুরো ব্যাপারটি বুঝে ফেলেন এবং সেটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। বসুর সেই ভুল অঙ্কটিই এখন বোস-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্ব নামে পরিচিত। সত্যিই কিন্তু তিনি যদি অঙ্কটি ভুল না করতেন তবে হয়তো আজ পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কণার নাম ‘বোসন’ হত না।

১৮৭৪ কলকাতার নিউ মার্কেটের যাত্রা শুরু এদিন। ১৮৭১ সাল থেকে কলকাতার ব্রিটিশরা দাবি তুলেছিলেন, তাঁদের জন্য একটা পৃথক মার্কেট তৈরি করা হোক। সেই দাবি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাকে বাস্তবায়িত করতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন কলকাতা পুরসভার (তখন নাম ছিল ‘ক্যালকাটা কর্পোরেশন’) তৎকালীন চেয়ারম্যান স্যর স্টুয়ার্ট হগ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় নতুন মার্কেটের নকশা তৈরির। শেষ পর্যন্ত ১৮৭৪ সালের ১ জানুয়ারি নতুন মার্কেট শুরু হয়। আর হগের উদ্যোগকে সম্মান জানিয়ে ১৯০৩ সালে এর নামকরণ হয়েছিল ‘স্যর স্টুয়ার্ট হগ মার্কেট’।

১৮২৪ কলকাতার বউবাজার স্ট্রিটে

একটি ভাড়া করা বাড়িতে এদিন সংস্কৃত কলেজ যাত্রা শুরু করে। শুরুতে শুধু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের সংস্কৃত কলেজের ক্লাসে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। এই কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠানটিতে অনেক সংস্কার প্রবর্তন করেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কায়স্থদের এবং ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সকল সম্মানিত হিন্দুদের জন্য কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে আরও বেশি জোর প্রদান করে ইংরেজি চালু করা হয় এবং গণিত বিষয়টি ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৯০ কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য মনোনীত হলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন থেকে চার বছর মেয়াদে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তেত্রিশ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ইউরোপীয়রা।

১৮৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণ এদিন কাশীপুর উদ্যানবাটিতে নিজের ভক্তমণ্ডলীর কাছে কল্পতরু রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। উপস্থিত সকলকে তিনি অভয়দান করে বলেছিলেন, ‘‘তোমাদের চৈতন্য হোক।’’ অর্থ নয়, নাম নয়, যশ নয়, প্রতিপত্তি নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন চৈতন্য বিতরণ করেছিলেন। ভক্তজনেরা বলেন, তিনি সেদিন কল্পতরু হয়েছিলেন আমাদের অন্তরস্থিত চেতনার উন্মীলনের জন্য।

১৮৬৯ জলপাইগুড়ি জেলা তৈরি হল এদিন রংপুর জেলার একটা অংশ নিয়ে। জুড়ল বোদা, পচাগড়, তেঁতুলিয়া, পাটগ্রাম ও দেবীগঞ্জ। তিস্তার পশ্চিমপাড়ের এই পাঁচটি থানা, যা রংপুরের অন্তর্গত, তাদের পূর্বপাড়ে ১৮টি, ডুয়ার্সের ১১টি থানা নিয়ে প্রশাসনিক ভাবে জন্ম নিল এই জেলা।

১৯৫০ ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর ২৯০ক ধারা মোতাবেক কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি জেলায় পরিণত হয়।

১৮৭৬ কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার উদ্বোধন হল এদিন। উদ্বোধক প্রিন্স অব ওয়েলস সপ্তম এডওয়ার্ড। সে বছরই ৬ মে চিড়িয়াখানার দরজা জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ১৮৮৩-৮৪ সালের এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে, সারা বছরে ১,৮৮,৫৯৩ জন এসেছিলেন এখানে। কলকাতার অন্যতম দ্রষ্টব্য হিসেবে আলিপুর চিড়িয়াখানার উল্লেখ আছে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের প্রচার-পোস্টারেও। মূলত ছুটির দিনে বিনোদনের উদ্দেশ্যে মানুষ ভিড় করলেও, বিজ্ঞান চর্চার প্রসারে চিড়িয়াখানার ভূমিকা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় আমাদের দায়িত্বের কথাও মনে করিয়ে দেয় জায়গাটি।

পার্টির কর্মসূচি

বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বঞ্চনা, ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে রাখার বিরুদ্ধে আমতার বিধায়ক সুকান্ত পালের নেতৃত্বে বাকসিহাট জিরো পয়েন্ট থেকে মানকুর গ্যারেজ পর্যন্ত প্রতিবাদ-মিছিল হল। মিছিলে এলাকার কয়েক হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শামিল হয়েছিলেন।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৮৯১

১	■	■	২		৩		৪
৫				■		■	
	■	■	৬			■	
৭		৮		■		■	■
■	■		■	৯			১০
১১	■	১২			■	■	
	■		■	১৩			
১৪					■	■	

পাশাপাশি : ২. অপমান, অসম্মান ৫. ভ্রমর ৬. উত্তাপ, উষ্ণতা ৭. সুমিষ্ট শীতল পানীয় ৯. অন্যান্য ১২. কমের ভাব, হ্রাস ১৩. পানভোজন ১৪. সমাজের নেতা।

উপর-নিচ : ১. প্রচুর ২. চলে গেছে এমন, দূরীভূত ৩. গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণের গৃহ ৪. বাতিল, রদ ৮. বন্দুকধারী সেপাই ৯. তন্নতন্ন ১০. জাঁক, আড়ম্বর ১১. ব্যাকরণের এক অধ্যায়।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৮৯০ : পাশাপাশি : ১. পণ্ডিত ৩. সংক্ষোভ ৫. নতুনবছর ৭. দয়িতা ৮. নজির ১০. কাননকুসুম ১২. জটাধর ১৩. লবঙ্গ। **উপরনিচ :** ১. পরিচ্ছেদ ২. তপনতাপন ৩. সন্তান ৪. ভঙ্গুর ৬. বদনমণ্ডল ৯. রঙ্গভঙ্গ ১০. কাগজ ১১. কুমার।

নজরকাড়া ইনস্টা

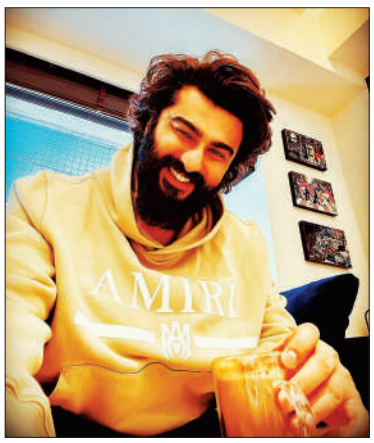

■ অর্জুন কাপুর

■ মিমি চক্রবর্তী

■ উষসী রায়

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার সকালে বিড়লা মন্দিরের কাছে বেপরোয় গতির জেরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দুটি গাড়ি। একটি গাড়ি ফুটপাতে উঠে যায়। ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি

ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গি মোকাবিলায় ওয়ার্ডভিত্তিক পরিকল্পনা রাজ্যের

১ হাজার স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ পুরসভায়

প্রতিবেদন : সম্প্রতি রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে ৬ হাজার নার্স নিয়োগের কথা ঘোষণা করেছিল সরকার। এবার রাজ্যের পুরসভাগুলিতে স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। পুরসভাগুলিতে এক হাজার স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হবে লোকসভা নির্বাচনের আগেই। অর্থাৎ নতুন বছরেই চাকরির সুযোগ মিলবে রাজ্যে। ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গি মোকাবিলায় এই স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া মোকাবিলায় ওয়ার্ডভিত্তিক মাইক্রো প্ল্যানিং করা হচ্ছে। সেই পরিকল্পনারই অঙ্গ এই নিয়োগ। রাজ্যকে নিরাপদ রাখতে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী চাই, তাই উদ্যোগী হয়েছে সরকার। রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় প্রায় এক হাজার পদে অনারারি হেল্থ

ওয়ার্কার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্থির হয়েছে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগেই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হবে। রাজ্যের পুরসভাগুলিকে এমনই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে সম্প্রতি। ,,,,,,,,,,,,,,,,

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের অধীনে থাকা স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি বা সুদা-র পক্ষ থেকে পুরসভাগুলিকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। বলা হয়েছে, দ্রুততার সঙ্গে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে। মহকুমা শাসকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁর অধীনস্থ পুরসভাগুলিতে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার।

রাজ্য সরকার সচেতনতা প্রচারের কাজে আরও গুরুত্ব দিতে চাইছে। সেই কারণেই কর্মীদের নিয়োগ প্রয়োজন। সামনেই লোকসভা ভোট। ভোট ফুরোলেই বর্ষা নেমে যাবে। বর্ষার আগেই কর্মীদের ময়দানে নামাতে শূন্যপদ পূরণ করতে হবে আগেই।

■ রবিবার বর্ষশেষের দিন চেতলা রাজীব স্মৃতি সংঘ আয়োজিত রক্তদান শিবির ও শিশুদের বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

■ এন্টালিতে মৌলানা আমন কমিটির রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন রাজ্যসভার সাংসদ ডাঃ শান্তনু সেন। রয়েছেন মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার, অলক দাস প্রমুখ।

■ রবিবার ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডে রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরে মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার, আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

নতুন বছরে কলকাতা পুলিশের অধীন ভাঙড়ের ৪ থানা

প্রতিবেদন: আনুষ্ঠানিকভাবে ভাঙড়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। নতুন বছরের ২ জানুয়ারি থেকেই ভাঙড়ের চারটি থানা আসতে চলেছে কলকাতা পুলিশের আওতায়। মঙ্গলবার নবান্ন থেকে চার থানার ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ জন্য রবিবার ওই চারটি থানা পরিদর্শন করেন কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল। থানার তালিকায় ভাঙড় ও উত্তর কাশীপুর ছাড়াও রয়েছে নতুন পোলেরহাট ও চন্দনেশ্বর থানা। শনিবার রাতেই থানাগুলিতে লাঠি, হেলমেট, ওয়াকিটকি-সহ যাবতীয় সরঞ্জাম এসে পৌঁছেছে। আজ থেকে সেখানে পৌঁছতে শুরু করবে কলকাতা পুলিশের ফোর্স। পঞ্চায়েত ভোটের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখেও ভাঙড় নিয়ে উদ্বেগ শোনা যায়। গত জুলাই মাসে ভাঙড়কে কলকাতা পুলিশের আওতায় আনার নির্দেশ দেন তিনি। তারপরেই শুরু হয় তোড়জোড়। দীর্ঘ টানাপড়েনের পর অবশেষে মঙ্গলবার থেকে কলকাতা পুলিশের আলাদা ডিভিশনের অধীনে আসছে ভাঙরের চার থানা।

একাদশের রেজিস্ট্রেশন কড়া নির্দেশ সংসদের

প্রতিবেদন: এবার একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের সকলের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে কিনা তা জানতে চেয়ে প্রতিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে নোটিশ দিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য এক নোটিশ জারি করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, বহু স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা এখনও পর্যন্ত জানাননি তাঁদের স্কুলের সকল একাদশ শ্রেণির পড়ুয়ার রেজিস্ট্রেশন হয়েছে কিনা। এই বিষয়ে ২ জানুয়ারির মধ্যে যাবতীয় তথ্য সংসদে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, নবম শ্রেণির

২ জানুয়ারির মধ্যে প্রধান শিক্ষকদের জানাতে হবে সব তথ্য

রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রেও কড়া নির্দেশিকা দিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিয়েছে, প্রতি স্কুলে নবম শ্রেণির প্রতিটি পড়ুয়ার নাম রেজিস্ট্রেশন হয়েছে কিনা তা জানাতে হবে পর্ষদ কর্তৃপক্ষকে। এই বছর নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের রেজিস্ট্রেশন করার সময় সীমা ছিল ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু পরে সেই সময় লেট ফি দিয়ে বাড়ানো হয় ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবার এই সময়ের মধ্যেই নবম শ্রেণির সমস্ত পড়ুয়ারা নাম নথিভুক্ত করেছে কিনা তাই নিয়ে তথ্য চেয়েছে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, প্রত্যেক স্কুলের প্রধান শিক্ষককে নন জুডিশিয়াল ১০ টাকার স্ট্যাম্প পেপারে লিখে জানাতে হবে তাঁর স্কুলের নবম শ্রেণির প্রত্যেক পড়ুয়ার রেজিস্ট্রেশন হয়ে গিয়েছে। একইসঙ্গে কড়া নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, ৩১ ডিসেম্বরের পর আর কোনও ভাবেই নাম রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না।

তুষারপাত উত্তরে বৃষ্টির সম্ভাবনা এবার দক্ষিণে

প্রতিবেদন: বছরের শেষের দিক থেকেই শীতঘুমে শীত। নতুন বছরেও চিত্রটা একই থাকবে বলে জানিয়ে দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। অর্থাৎ সময় পেরিয়ে গেলেও চেনা শীতের দেখা নেই। এদিকে আবার সপ্তাহান্তে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে মৌসম ভবন। নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহেই বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে বৃহস্পতি ও শুক্রবার হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। বুধবারের পর আবহাওয়ার পরিবর্তন দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সান্দাকফু-সহ উঁচু দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা। বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং এবং কালিম্পং-এ। মূলত পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণেই আবহাওয়ার এই পরিবর্তন। এদিকে সকালে কুয়াশার দাপট থাকলেও বেলা বাড়তেই উধাও হচ্ছে শীত। রীতিমত ঘাম হচ্ছে বঙ্গবাসীর। তবে বুধবারের পর আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের অনেকটাই উপরে। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আগামী ৭ দিন আবহাওয়া পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই। সকাল সন্ধ্যায় শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় লাগবে না ঠান্ডা। সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা ও ধোঁয়াশা। পরে মূলত পরিষ্কার আকাশ।

কেন্দ্রীয় নীতির প্রতিবাদে ট্রাক চালকরা

সংবাদদাতা, হুগলি: নয়া পরিবহণ নীতি প্রণয়ন করেছে কেন্দ্র। আর এই নীতির প্রতিবাদে এবার পথে নামল ট্রাক চালকরা। বছরের শেষ দিনে ট্রাক চালকদের বিক্ষোভে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল ডানকুনি জাতীয় সড়ক। এদিন জাতীয় সড়কে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। গ্রেফতার করা হয় ১২ জনকে। রবিবার সাড়ে সকাল ১০টায় অবরোধ শুরু হয়। চণ্ডীতলা পাঁচঘড়া জাতীয় সড়কের উপর বিক্ষোভ

চলে। ট্রাক চালকদের বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে ডানকুনি হাইওয়ে। রাস্তা অবরুদ্ধ থাকায় অন্যান্য গাড়ি চলাচল সাময়িক বন্ধ হয়ে পড়ে। এরপর বেলা বাড়তেই পুলিশ অবরোধকারীদের সরিয়ে দেয়। সরাতে গেলে সামান্য উত্তেজনা তৈরি হয়। তবে পুলিশি তৎপরতায় বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি। এক বিক্ষোভকারী জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ট্রাক চালকদের জন্য নতুন নীতি ঘোষণা করছে। সেখানে ট্রাকের ধাক্কায় কোনও মানুষের মৃত্যু হলে চালককে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে। এই নীতি তাঁরা মানবেন না।

শহর থেকে তারের জঙ্গল সাফ করতে কড়া নির্দেশ মেয়রের

প্রতিবেদন: কলকাতা শহরের আনাচেকানাচে মাকড়শার জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে কেবলের তার। সেই তারের জঙ্গল থেকে শহরকে বাঁচাতে এবার কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিল কলকাতা পুরসভা। তারের কুণ্ডলী সাফ করতে বিশেষ বার্তা দিলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, অনেক জায়গায় তারের জঙ্গল পরিষ্কার করেছে পুরসভা। এখনও এই নিয়ে বহু অভিযোগ পাই আমরা। বিভিন্ন জায়গায় গাছ কিংবা ল্যাম্পপোস্ট থেকে শিকড়ের মতো তার এসে পড়েছে রাস্তায়। ফলে পথচারীদেরও সমস্যার শেষ নেই। বহু এলাকায় তারের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় না আকাশের মুখও। এর মধ্যে কিছু তার এখনও কাজ করে, বাকি তার অকেজো হয়ে ঝুলে রয়েছে। কাজে না লাগলেও সেই তার কেটে ফেলে জায়গা সাফ করায় কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই কেবল অপারেটরদের। তাই স্থানীয় বাসিন্দা ও কেবল অপারেটরদের ওই তার নিজেদের দায়িত্বে পরিষ্কার করার নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র। তিনি জানান, পুরসভার লোক গেলে কিন্তু কোন তার কাজের, কোন তার অকাজের দেখবে না। সব তার কেটে পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। এইভাবে তারের জঙ্গলে ঢেকে কলকাতাকে নোংরা করা যাবে না।

সম্পাদকীয়

1 January, 2024 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নতুন লড়াই

ইংরেজি নতুন বছর— ২০২৪। সকলে ভাল থাকুন। সুস্থ থাকুন। আনন্দে থাকুন। অন্যকেও ভাল রাখুন। যে-বছর পেরিয়ে এলাম তা বাংলার কাছে লড়াইয়ের বছর। কার্যত গোটা বছর ধরে লড়াই করতে হয়েছে কেন্দ্রের স্বৈরাচারী শাসকদলের বিরুদ্ধে। দেশে এমন একটা শাসকদল, যারা দেশ জুড়ে শুধু দ্বেষ-হিংসা-ভেদাভেদ ছড়াচ্ছে তাই নয়, মানুষের মাঝে দেওয়াল তুলে দিয়ে ফায়দা তোলার খেলায় মগ্ন। মানুষ যখন কোভিডের পর রোটি-কাপড়া-মকানের লড়াইয়ে ব্যস্ত, তখন তারা ভগবান রামকে সামনে রেখে নেমে পড়েছে ভোটের খেলায়। দেশ জুড়ে ধিক্কার। কেউ বলছেন, রামকে নির্বাচনে নামানোটাই বাকি। আবার কেউ আরও এককদম এগিয়ে বলছেন প্ল্যানচেট করে পারলে রাজা দশরথকে এনে জিজ্ঞাসা করতেন, এই রামরাজ্যের কথাই কি ইতিহাস ভেবেছিল! আসলে দেশের মানুষ ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা মোটেই পছন্দ করছেন না। পৃথিবী যখন এগোচ্ছে, তখন ভারতীয় জনতা পার্টি দেশকে পিছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধেই লড়ছে তৃণমূল কংগ্রেস। পাশাপাশি বঞ্চনা আর কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সোচ্চার। এই লড়াই আগামী ক'মাসে আরও বাড়বে। দেশ জুড়ে ভোট হবে। নতুন বছরে আসুন শপথ নিই, এই প্রতিহিংসা আর ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অবসান ঘটাবই। এবার নতুন লড়াই।

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

আজ শপথ নেওয়ার দিন

আজ প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯৯৮-এর এই দিনে বাংলার মা মাটি আর মানুষের মনের দাবি মেটানোর শপথ নিয়ে তৈরি হয় তৃণমূল কংগ্রেস। আজ আবার জাতীয় রাজনীতির সংবর্ত ডাক দিয়েছে মানুষের সাথে মানুষের পাশে থাকার দায়িত্ব পালন করতে হবে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের। নেতৃত্বে জননেত্রী মমতা, দু'পাশে অগণিত জনতা। অগ্রগমন অনিবার্য। লিখছেন **ড. মইনুল হাসান**

আজ আমাদের পার্টি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯৯৮ সালের এই দিনে ১ জানুয়ারি নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে এই পার্টির প্রতিষ্ঠা। সেটা ছিল ঐতিহাসিক মুহূর্ত। পশ্চিমবাংলার মানুষ আর বামপন্থীদের হাতে অত্যাচারিত হতে চাচ্ছিলেন না। শোষিত হতে চাচ্ছিলেন না। তৎকালীন শাসকবর্গের কুকীর্তি আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছিল। চতুর্দিকে হতাশা। মা-বোন-ভাইয়ের চোখে আতঙ্ক। শ্রমিক কৃষকদের সামনে কোনও প্রত্যাশা নেই। বেকারি ছিল অতি পরিচিত শব্দ। ক্রমাগত কংগ্রেস কর্মীরা শহিদ হচ্ছেন। কোনও প্রতিকার নেই। একমাত্র বিরোধী দল কংগ্রেস। তারা এই পরিস্থিতি মোকাবিলা না করে সহযোগিতার রাস্তা নিচ্ছেন। তারা কোনও লড়াই করতে চাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বও এমন অবস্থায় চুপচাপ থাকতে শুরু করলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার সারা রাজ্যে মানুষের পাশে, আক্রান্ত কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে লাগলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে সমর্থন করলেন। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন এভাবে হবে না। কংগ্রেস ত্যাগ করে নতুন দল করতে হবে। তৈরি করলেন তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁর জীবনে এটা বড় ঝুঁকির ব্যাপার ছিল। কারণ কংগ্রেস ভেঙে নতুন দল তৈরি হয়েছে সারা দেশে অনেক। সবই বিলীন হয়ে গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি হবেন। অবশ্য তিনি নিজের ব্যাপারে কিছু ভাবেননি। তিনি সবসময় মানুষের কথা ভেবেছেন। সেই কারণে তিনি আলাদা। পশ্চিমবাংলার মানুষ ও প্রকৃত কংগ্রেস কর্মীরা দলে দলে তাঁর পক্ষে দাঁড়াতে শুরু করলেন। বাংলার নতুন ইতিহাস তৈরি হল। নতুন দল তৈরি করার মাত্র ১৩ বছরের মাথায় তিনি পশ্চিমবাংলার জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা বামফ্রন্টকে সরিয়ে দলকে সরকারে আনলেন এবং মুখ্যমন্ত্রী হলেন। ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনায় এটা একটা নতুন ঘটনা। পৃথিবীব্যাপী এটা গবেষণার বিষয়। সেই কারণে শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে নয়, সমাজতাত্ত্বিকদের কাছেও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও কর্মধারা গুরুত্বপূর্ণ।

আজ একথা উল্লেখ না করলে চলবে না যে, নতুন পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে সরকারে এসেছেন। রাজ্যসভা ও লোকসভার মধ্যে সেই দলকে দ্বিতীয় স্থানে নিয়ে গিয়েছেন এবং তিনি নিজে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে প্রধান হিসাবে উদ্ভাসিত হয়েছেন। এমন বর্ণময় ঘটনা ভারতীয় রাজনীতিতে বিরল নয়, বিরলতর। এর সমস্ত কৃতিত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আজ দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিনে আমরা কর্মীরা বিনম্রভাবে সেটা স্মরণ করি। আর এই কারণেই দেশে বিদেশের সমাজতাত্ত্বিকরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজনীতিতে তাঁর অবদান স্মরণ করবেন বহু বহু বছর।

প্রতিষ্ঠা দিবসে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, বিগত ১ যুগ আমরা পশ্চিমবাংলায় সরকারে আছি। প্রতিটি নির্বাচনে মানুষ আমাদের আগের নির্বাচনের চাইতে বেশি সমর্থন দিয়ে জিতিয়েছে। প্রধান কারণ সরকারের জনমুখী মুখ। নেত্রীর নির্দেশ এই জনমুখী কর্মসূচি সর্বত্র নিয়ে যেতে হবে। পশ্চিমবাংলার এক-একটা কর্মসূচি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্মান লাভ করেছে। আবার দেশের বিভিন্ন রাজ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচিগুলিকে তাদের রাজ্যে চালু করেছে। এমনকী কেন্দ্রীয় সরকারও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মসূচি চালু করেছে। এই মুহূর্তে কৃষকবন্ধু কর্মসূচিটির কথা তো বলতেই পারি। স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত কর্মসূচি তো আকছার আছে। এসব ঘটনা আমাদের গর্বিত করে। কোনও এক পড়ন্ত বিকেলে গ্রামের রাস্তা দিয়ে যখন ঝাঁকে ঝাঁকে কন্যারা সাইকেল চালিয়ে বেণী দুলিয়ে স্কুল থেকে ফেরে তখন মনে হয় নেত্রীর চিন্তা কতখানি সার্থক হয়েছে। মেয়েরা স্কুল/কলেজ ভরিয়ে দিয়েছে। আমাদের দল তো তাই চেয়েছে। নেত্রী তাই চেয়েছেন। আজ পার্টির প্রতিষ্ঠার দিনে তাঁকে আমাদের প্রণাম।

আমাদের সামনে আজ নতুন চ্যালেঞ্জ। কারণ ভারত, আমাদের প্রিয় স্বদেশভূমি বিপদের মধ্যে আছে। দিল্লির সরকার ভারতের মর্মকথাকে নষ্ট করতে শুরু করেছে। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছে। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, বহুত্ববাদকে নষ্ট করতে চায়। দেশে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করতে চায়। সমস্ত বিরোধী কণ্ঠকে বন্ধ করতে চায়। প্রকৃত অর্থে ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থা চালু করতে চায়। ভারত একটা ফ্যাসিবাদী দেশ হোক, স্বৈরতান্ত্রিক দেশ হোক এটা তাদের কাম্য। আমাদের পার্টি এবং নেত্রী এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। নেত্রী গণতন্ত্র সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার ব্যাপারে সার্বিক বিরোধী ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের পার্টি সেই পথ ধরে চলেছে। সারা ভারতে সেই পথ অনুসরণ করে জোট তৈরি হচ্ছে। একটা মাত্র উদ্দেশ্য বিভেদকামী বিজেপিকে হারাতে হবে। নেত্রী বলেছেন পশ্চিমবাংলায় আমাদের পার্টি বিজেপিকে হারাতে পারবে। সেই পথেই আমাদের কর্মসূচি তৈরি হচ্ছে। এমন একটা সময়ে পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিনটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজ আমাদের শপথ নিতে হবে, আজ যে নেত্রীর আবেগ, মানুষের প্রতি ভালবাসা ও দেশের প্রতি ভালবাসাকে মর্যাদা দিয়ে আমাদের পথ চলতে হবে।

আজ প্রতিষ্ঠা দিবসে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, পশ্চিমবাংলায় যেমন আর্থিক উন্নয়ন হয়েছে, তেমনই সামাজিক সম্পর্ক সুন্দর হয়েছে। সম্প্রীতিতে বাস করছে ১০ কোটি মানুষ। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার— নেত্রীর এই কথা সর্বত্র মান্য করে আমরা চলেছি। প্রতিষ্ঠা দিবসে আমাদের শপথ নিতে হবে এই চিন্তাকে আরও গভীরে নিয়ে যেতে হবে।

আজ আমাদের ভুলে গেলে চলবে না হাজারো বন্ধুর, কর্মীর সংগঠনের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে দল এমন জায়গায় এসেছে— তাদের শতকোটি প্রণাম জানাতে ভুলবে না।

পশ্চিমবাংলায় বিরোধীরা এখন প্রায় অপ্রাসঙ্গিক। নিজেদের আস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কুৎসার বন্যা চালাচ্ছে। আমাদের ধৈর্য ধরে তার মোকাবিলা করতে হবে। কেন্দ্রের দলটি আবার কেন্দ্রীয় এজেন্সির সাহায্য নিচ্ছে। কিন্তু আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লড়াইয়ের আগুন থেকে তিনি পার্টির প্রতিষ্ঠা করেছেন। পার্টি আছে মানুষের অন্তরে। তাই ক্ষয় নেই। বিরোধীদের সমস্ত কিছু চক্রান্ত চূর্ণ করে আমরা এগব। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ প্রতিষ্ঠা দিবসে এটাই হোক শপথ। জয় হিন্দ। জয় বাংলা।

নিউ ইয়ার্স আর পুরাতন সেই বর্ষগুলো

ইংরেজি নববর্ষের ইতিহাস ও বঙ্গ জীবনে সেটির অঙ্গ হয়ে ওঠার আলোচনা। মজলিশি মেজাজে সাংসদ **জহর সরকার**

'মশাই, কোন সালে জন্ম আপনার?' কয়েক বছর আগে অবধি এরকম প্রশ্নের উত্তরে কোনও আম ভারতীয় বলতেন, 'ওই যে বছর বন্যা হল, সে বছরে' কিংবা 'ভূমিকম্পের পরের বছর'। সালের অনুল্লেখ ছিল অবশ্যম্ভাবী। আর সালটা যে দিন থেকে শুরু হচ্ছে, সেই নিউ ইয়ার্স ডে বা নববর্ষের দিনটা কেউ খেয়ালই করত না। আঞ্চলিক পঞ্জিকা নিয়ে যারা মাথা ঘামাত তাদের ক্ষেত্রে অবশ্য অন্য কথা। স্রেফ ব্যবসায়িক কাজকর্মে দরকার পড়লে তবেই সাল-বছরের দিকে নজর পড়ত কারণ অনেকের কারবারের হিসাবনিকাশের শুরু হত সেদিন থেকে। বিগত কয়েক দশকের মধ্যে বদলে গেল সব কিছু। 'হ্যাপি বার্থডের সঙ্গে 'হ্যাপি নিউ ইয়ার্স ডে' ঢুকে পড়ল আমাদের জীবনে, প্রবলভাবে। পশ্চিমি দুনিয়ার বছরের প্রথম দিন ১লা জানুয়ারি সারা বিশ্বে নববর্ষের দিন হিসেবে স্বীকৃত হল। অথচ এই মান্যতা পাওয়ার জন্য দিনটাকে কম লড়াই করতে হয়নি।

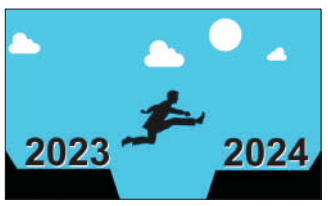

নববর্ষ পালনের প্রথম ইতিহাসের খোঁজ মেলে খ্রিস্ট পূর্ব ২০০০ অব্দে তদানীন্তন মেসোপটেমিয়া অর্থাৎ আজকের ইরানে। তবে সেটা ১ লা জানুয়ারি পালিত হত না। ২১/২২ মার্চ বসন্ত বিষুবের সঙ্গে সঙ্গত করে পালিত হত সেই দিন। বসন্ত বিষুবের ঠিক পরবর্তী অমাবস্যা থেকে তখন শুরু হত বর্ষ গণনা। প্রাচীন মিশরীয়, ফিনিশীয় আর পারস্যগণ বসন্তের চেয়ে শরৎকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাই তাঁদের বর্ষ গণনা শুরু হয় শারদ বিষুব ২১ ডিসেম্বর থেকে। প্রাচীন গ্রিকরা বছর গুনতে শুরু করতেন ২১ ডিসেম্বর অর্থাৎ দক্ষিণায়নের সময় থেকে। রোমানরা যখন দুনিয়ার কর্তৃত্ব দখলে নিল তখন তারা খ্রিস্টপূর্ব ১৫৩ অব্দতে ১লা জানুয়ারি থেকে চালু করল সরকারি বর্ষ গণনা। খ্রিস্টপূর্ব ৪৬ অব্দে জুলিয়াস সিজারের নামাঙ্কিত জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে ঢুকে পড়ল দিনটা। রাজস্বের হিসাবপত্র আর সুদের অঙ্ক কষতে দিনটার গুরুত্ব অশেষ ছিল।

মধ্য যুগের সূচনা লগ্নে সাম্রাজ্য, বাণিজ্য, কর লেনদেন, এসব ছাপিয়ে প্রবল গুরুত্ব অর্জন করল চার্চ। চার্চের ইচ্ছেমতো ২৫ মার্চ ঘোষণার পরবের দিন থেকে বছর গোনা শুরু হল। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ইউরোপ সেটা মেনেও নিল। ব্যতিক্রম অ্যাংলো স্যাকসন ইংল্যান্ড। তারা ২৫ ডিসেম্বরেই বছর গোনা শুরু করত। কয়েক শতাব্দী পরে দেখা গেল ইংল্যান্ডবাসীর একাংশ খ্রিস্ট দুনিয়ার তালে তাল মিলিয়ে ২৫ মার্চকে নববর্ষের দিন হিসেবে মেনে নিয়েছে।

১৮৫২য় রোমান ক্যাথলিক চার্চ জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের বদলে জর্জিয়ান ক্যালেন্ডারকে মান্যতা দিল। এই ক্যালেন্ডার অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক। তখন থেকে ১ জানুয়ারি নববর্ষ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে। অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশ সেই পথ নিল। ১৬৬০-এ এই পথের পথিক হল স্কটল্যান্ড। ১৭০০-তে জার্মানি আর ডেনমার্ক। নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডকে 'দোকানদারের জাত' বলে অভিহিত করেছিলেন। ইংরেজরা ততদিনে এশিয়াতে বাণিজ্য বিস্তার করে ফেলেছে। এদিকে অন্য দেশগুলোর বছর গোনার ধরন অন্য রকম হওয়ায় হিসাবপত্র মেলাতে বিস্তর অসুবিধা হত। তাই পলাশির যুদ্ধের বছর পাঁচেক আগে, ১৭৫২-তে ইংল্যান্ডও বছর শুরুর দিন হিসেবে ১ জানুয়ারিকে মেনে নিল। তখন বিশ্ব জুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। উপনিবেশের সর্বত্র সেই কানুন চালু হল। আর ভারতীয়রা? ঘরের ভেতর তারা যতই পাঁজি-পুঁথি, তিথি উৎসব, অশ্লেষা মঘা মেনে ভোজন উপবাস করুক না কেন, বাইরে তাদের ইংরেজ সাহেবের চালচলন মেনে প্যান্ট-শার্ট, বাস-ট্রেন, ঘড়ি আর ক্যালেন্ডার এসে গিয়েছিল। দ্বৈত জীবন আঁকড়ে ধরল তারা। বিশ্বায়নের যুগে আমরা বাবা-মাকে মাম্মি ড্যাডি বলতে শুরু করেছি। হ্যাপি বার্থডে পালনে জোয়ার এসেছে। আর সেই সঙ্গে কেক আর মিউজিক সহযোগে নিউ ইয়ার পালনের রীতিও। হ্যাপি নিউ ইয়ার!!!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের
আজ প্রতিষ্ঠা দিবস
উপলক্ষ্যে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

১ জানুয়ারি ২০২৪
সোমবার

1 January, 2024 • Monday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

তৃণমূল মানে সংঘবদ্ধ লড়াই

সুব্রত বক্সি

আজ আরও একটা প্রতিষ্ঠা দিবস। আরও একটা শপথের দিন। আরও একটা স্মরণের দিন। তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা কাঁধে নিয়ে যারা ১৯৯৮ সাল থেকে রক্ত-ঘাম-জীবন দিয়ে দলের জন্য প্রাণপাত করেছে আজ তাদের ভুললে চলবে না। দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে হেঁটেই তৃণমূল কংগ্রেস আজ বাংলার মসনদে। তিন বারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করছেন। সামনে লোকসভা নির্বাচন। লড়াই সহজ হবে না। যে ভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিজ বপন করে বিভাজনের রাজনীতির মধ্যে দিয়ে বাংলায় ক্ষমতা দখল করতে চাইছে। বাংলার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তা রুখে দিতে হবে। বাংলায় উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চালাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘরে ঘরে আজ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-কন্যাশ্রী। মানুষ দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন। লোকসভা নির্বাচন সামনেই। কিন্তু মিডিয়ার একাংশ যেভাবে তৃণমূলের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা সফল হবে না। আমাদের দলের সর্বভারতীয় সাধারণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মন্ড হারবারের সফল সাংসদ। তিনি আবারও মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ও তাঁর আশীর্বাদ নিয়েই লড়বেন। বিপুল ভোটে জিতবেনও। এবার তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা বাড়বে। শত চেষ্টা করেও বিজেপি দাঁত ফোটাতে পারবে না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন কংগ্রেসের পতাকা কাঁধে নিয়ে। ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে পরবর্তী পর্যায়ে ধাপে-ধাপে আটের দশক, নয়ের দশককে উত্তাল করে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন কংগ্রেসের অনুমতি নিয়ে ছাত্র অবস্থায় ছাত্র রাজনীতির মধ্য দিয়ে। তারপর ধাপে ধাপে এগিয়ে চলা। এই সময় তিনি বহু আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। তার মধ্যে একটা বড় আন্দোলন ছিল সচিত্র পরিচয়পত্র দিয়ে ভোট গ্রহণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যুব সংগঠনের সভানেত্রী হওয়ার পর বাংলার মাটিতে সারা বাংলা পরিক্রমা করে উপলব্ধি করলেন যে ক্ষমতায় থাকা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তার পেশি এবং প্রশাসনকে ব্যবহার করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতিফলন ঘটাতে দেয় না। সেইসময় বাংলার সাত কোটি মানুষকে সামনে রেখে সচিত্র পরিচয়পত্রের কথা সামনে আনেন এবং তারই প্রেক্ষিতে ১৯৯৩ সালের প্রথমে ১৪ জুলাই মহাকরণ অবরোধের ডাক দেন। বাংলার গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার পর্যন্ত তৈরি ছিল তাদের অধিকার পুনর্গঠনের জন্য। অধিকার ফিরে পাওয়ার তাগিদে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পা রাখবেন মহাকরণের উদ্দেশ্যে, সেই সময় তদানীন্তন রাজ্যপাল অধ্যাপক নুরুল হাসান প্রয়াত হয়েছিলেন। তাই সেই সময় অনুষ্ঠান কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছিল রাজনৈতিক রীতিনীতি মেনে একুশে জুলাই। স্বাভাবিকভাবে মানুষ যেমন তার গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পাওয়ার তাগিদে প্রস্তুতি নিচ্ছেন সেই অবস্থার উপর দাঁড়িয়ে সেইসময় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির তাবড় নেতারা বলতেন, মহাকরণ অবরোধ কেন? একটা সময় প্রাক্তন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেছিলেন, মহাকরণ দখল করতে এসেছিল। আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, সেদিনকার মহাকরণ থেকেই কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের অফিস পরিচালনা হত। মহাকরণের কমিশনের দুটো ঘর ছিল। মমতাদির মূল উদ্দেশ্য ছিল, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি পেশ করা। পরবর্তী পর্যায়ে নতুন করে বাংলার মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই একুশে জুলাইয়ের কাহিনি। স্বাভাবিকভাবেই সেদিনকার বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ পায়ে-পায়ে কলকাতায় এসে তাদের গণতান্ত্রিক দাবিকে সামনে রেখে মহাকরণ অবরোধে শামিল হয়েছিল। সেদিন এই ঘটনায় সংশয়বোধ করেছিল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। তার কারণ, সেইসময় এই আন্দোলন জাতীয়তাবাদী মানুষকে যতটা প্রেরণা জুগিয়েছিল তার থেকেও বেশি আতঙ্ক ধরিয়েছিল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে। কারণ তারা উপলব্ধি করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে মানুষ তার অধিকার ফিরে পেতে চাইছে। তাই সেদিন বিনা প্ররোচনায় পুলিশ গুলি চালানোয় আমাদের ১৩ জন সহকর্মী শহিদ হয়েছিলেন।

এই প্রজন্মের মানুষ, আমরা বলি যে, শহিদের রক্ত হবে নাকো ব্যর্থ। কারণ এরপর ১৯৯৪ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আন্দোলনের ভিত ধরে ১৩ জন যুবকের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সরকার এবং নির্বাচন কমিশন নীতিগতভাবে সচিত্র পরিচয়পত্রের কথা মেনে নিয়েছে।

১৯৯৪ সালের ১ জুলাই থেকে ধাপে ধাপে আজ এই মুহূর্তে প্রায় ৯০ কোটি ভোটারের ঘরে পৌঁছেছে সচিত্র পরিচয়পত্র। আজও ভারতবর্ষের কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, সোমনাথ থেকে সারনাথের মানুষ যখন এই নির্বাচনে অংশ নেন তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ওই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৩ জন যুবকের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে পাওয়া সচিত্র পরিচয়পত্রকে সঙ্গে নিয়ে ভোটবাক্সে নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করেন তাঁরা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছেন। পরবর্তী পর্যায়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৫ সালে ৬ নভেম্বর বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে নিজের সহকর্মীদের মধ্যে থেকে ১৭১ জন রাজনৈতিক কর্মীর পরিবারকে খুঁজে বের করেছিলেন, যাঁদের পরিবারের কাউকে না কাউকে পুলিশ লকআপে পিটিয়ে হত্যার করেছিল। এর প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলনে বসেন।

৬ নভেম্বর ১৯৯৫ সাল। পরবর্তী পর্যায়ে ১-২ করতে করতে ২৩ দিনের মাথায় সেই আন্দোলন আছড়ে পড়েছিল দিল্লির মসনদেও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনে সাড়া দিয়ে সেদিনকার দিল্লির সরকার বাংলার মানুষের জন্য খুলে দিয়েছিলেন মানবাধিকার কমিশনের দরজা— ১ ডিসেম্বর। আজও বাংলার মানুষ যদি প্রশাসনের কাছে বিচার না পান তা হলেও কিন্তু মানুষের জন্য খোলা আছে মানবাধিকার কমিশনের দরজা।

১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি জন্ম নিল তৃণমূল কংগ্রেস। এরপর অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার ক্ষমতায় এল বাংলায়। শুরু হল উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ। এরপর তিনটি নির্বাচন পেরিয়ে বাংলার মানুষ আজও ভরসা রেখেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরেই।

২০১১ সালের পর কঠিন নির্বাচন ছিল ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন। এরপর ২০২১-এর নির্বাচন। সমস্ত কঠিন বাধা, ঝড়-ঝঞ্ঝা হেলায় সরিয়ে দিয়ে বাংলার মানুষ আবারও আস্থা রাখল সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের এখনও অনেক পথাচলা বাকি। যতদিন না পর্যন্ত দেশ থেকে জনবিরোধী-সাম্প্রদায়িক বিভেদকামী শক্তিকে সরিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন আমাদের লড়াই চলবে।

প্রতিপক্ষ মার্কসবাদী পার্টির লক্ষ্য, প্রশাসনের অবসান ঘটাতে হবে আর একদিকে লক্ষ লক্ষ জনতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মধ্যমণি করে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ক্রমশ এগিয়েছে।

(এরপর ৬ পাতায়)

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের
আজ প্রতিষ্ঠা দিবস
উপলক্ষ্যে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
1 January, 2024 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

তৃণমূল কংগ্রেস অপ্রতিরোধ্য

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

আজ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। দেখতে দেখতে ২৬টা বছর পেরিয়ে গেল। কত শত ঘটনা, চোখের সামনে ভাসছে। বিরোধী দল থেকে দীর্ঘ লড়াই এর পথ পেরিয়ে আজ আমরা শাসক দল। দায়িত্ব অনেক বেশি। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটার পর একটা কঠিন নির্বাচন জিতে এসেছি আমরা। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনেও আমরা বিপুল ভোটে জিতব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে পাথেয় করেই আমরা আবার মানুষের দরজায় যাব সমর্থন চাইতে। আমি দলের সেই শুরুর কঠিন দিনগুলি আজ মাঝে মধ্যে ভাবি। লড়াইটা বড্ড কঠিন ছিল। সিপিএমের অকথ্য অত্যাচার সয়ে আমরা তৃণমূলের পতাকা কাঁধে বয়ে বেরিয়েছি। যতদিন বাঁচব তৃণমূলের পতাকা কাঁধে বইব। মৃত্যুর পরে আমার শরীরে যেন তৃণমূলের পতাকা জড়ানো থাকে। শেষ বিন্দু দিয়ে দলের জন্য লড়াই করে যাব। সামনে আরও একটা কঠিন লড়াই। লোকসভার লড়াই। এ লড়াই আমাদের জিততেই হবে। আর আমরা জিতবও। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস আজ অপ্রতিরোধ্য।

২২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সাল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন। আমাদের অনেককেই আসতে বলেছেন। প্রেস কনফারেন্সের সময় কেবল আমি ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় হাজির হয়েছিলাম। কংগ্রেসের রাজনীতিতে পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসের ভালর থেকে দিল্লিতে ক্ষমতায় থাকার আগ্রহ অনেক বেশি ছিল। দিল্লি থেকে কংগ্রেস নেতারা কলকাতায় এসে রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে বামফ্রন্টের, বিশেষ করে সিপিএম নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমরা যাঁরা ওঁর সঙ্গে ছিলাম সেটা মেনে নিতে পারছিলাম না। ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং কংগ্রেসের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করলেন এবং প্রয়োজনে নতুন দল গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। সেদিন সন্ধ্যায় সংবাদে ঘোষণা হল— রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিরদিনের জন্য এবং আমাকে ও সুদীপকে ছয় বছরের জন্য সাসপেন্ড করলেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু বহিষ্কার করার পর আর কোনও বাধাই রইল না। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন দিল্লিতে। আমাদের ডাক পড়ল ভবানীপুরের বাড়িতে। সুব্রত বক্সি, মুকুল রায় এবং আমি ছিলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন যে নতুন দল তৈরি করার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। তিনজন এমপি-র সই লাগে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বসু ও অজিত পাঁজা সই করে দিয়েছেন। মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মতামত চাইলেন। সুব্রত ও মুকুল সঙ্গে সঙ্গে মত দিলেও আমি মৃদু আপত্তি করছিলাম কারণ, এর আগে অনেক প্রতিষ্ঠিত নেতাই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে দল তৈরির চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি। অবশেষে আমিও বললাম যে আমিও রাজি।

১৯৯৮ সালের পয়লা জানুয়ারি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল। মনে পড়ে সেই সময় তৃণমূলের হাতে কোনও অর্থ নেই। সেই সময় অজিত পাঁজা সব গুরুত্বপূর্ণ সভাই তাঁরই বাড়ির ছাদে করতেন এবং উপস্থিত সকল প্রতিনিধির খাবারও ব্যবস্থা করতেন। আজ এ-কথা দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করতে চাই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি তৃণমূল কংগ্রেস গঠন না করতেন তাহলে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকারকে কোনওদিন ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব হত না। রাজ্য রাজনীতিতে আমি দীর্ঘদিন আছি। প্রায়ই মানুষ আমাদের বলত, 'আমাদের জীবদ্দশায় কি দেখে যেতে পারব বামফ্রন্ট ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে?' মানুষের অন্তরের আবেগ এবং প্রত্যাশা পূরণ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবন বাজি রেখে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, ২০১১ সাল কিন্তু মসৃণ পথে আসেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই— দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক, রাজ্য যুব কংগ্রেসের সভাপতি, ১৯৮৪ সালে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে যাদবপুর কেন্দ্র থেকে পরাজিত করে 'জায়ান্ট কিলার' হয়ে সর্বভারতীয় পরিচিতি লাভ, সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব, রাজ্য জুড়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ২১ দিন অবস্থান, জোর করে সিঙ্গুরে কৃষিজমি দখলের বিরুদ্ধে ২৬ দিনের অনশন, নন্দীগ্রাম আন্দোলন, ২১ জুলাই ১৩ জন কর্মীকে সিপিএমের পরিকল্পিত হত্যা-সহ বহু ঘটনায় দায়িত্ব পালন ও আন্দোলন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি করেছিল।

২০১১ সালের বিধানসভার নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি পশ্চিমবাংলার মানুষ আস্থা জানাল এবং তৃণমূল কংগ্রেস একাই ১৮৪টি আসনে জয়ী হল। মানুষ সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্টের প্রতি অনাস্থা জানাল এবং পশ্চিমবাংলার মানুষ দীর্ঘদিনের অত্যাচার, অবিচার ও দলীয় শাসন কায়েমের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতা নির্বাচিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হলেন। এবারের চ্যালেঞ্জ ধ্বংসপ্রাপ্ত পশ্চিমবাংলার অর্থনীতিকে শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে রাজ্যের মানুষের দুঃখ ও হতাশা দূর করা। ক্ষমতায় এসেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো, শিল্প, খাদ্য ও সংখ্যালঘু শ্রেণি-সহ সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের জন্য নানা প্রকল্প চালু করলেন। কন্যাশ্রী আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করল। ২০১৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, বিধানসভা ভোটে শুধু উন্নয়নের কথা বলে ভোট চাইতে হবে। মানুষ ২১১ আসন দিয়ে আশীর্বাদ করল তৃণমূল কংগ্রেস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ফেলে দেবার জন্য যারপরনাই চেষ্টা চালিয়েছিল কেন্দ্রের বিজেপি পরিচালিত সরকার। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিজেপি-শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ভোটে নামিয়ে এবং বিপুল টাকা খরচ করলেও ২০২১-এর নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২১৫টি আসন লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস।

আজ ইডি, সিবিআই ও অন্যান্য এজেন্সি দিয়ে তৃণমূলকে চরম আঘাত দেবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রভৃতি প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলার নারীশক্তির যেভাবে ক্ষমতায়ন করছেন তা ভারতবর্ষে নজির সৃষ্টি করেছে। রাজ্যের অধিকাংশ পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ এবং পুরসভাও আজ তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত।

তৃণমূল মানে সংঘবদ্ধ লড়াই

(৫ পাতার পর)

মনে রাখবেন চলতে চলতে নির্বাচন মোকাবিলা করতে গিয়ে বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রায় দশ হাজার সহকর্মী শহিদ হয়েছেন। আর সেই কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি অভিভাবকের মতো সকলকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন আঁচলে। তাই তাঁরা, তৃণমূল পরিবারের লোকেরা তাঁকে দিদি বলে সম্বোধন করেন। আর বাংলার অত্যাচারিত লাঞ্ছিত মানুষের যখনই অধিকার লঙ্ঘন হয় অথবা কোনও বিপদ আছড়ে পড়ে, পাশে গিয়ে দাঁড়ান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলার মানুষ দিদি বলে আখ্যা দেন। অভিভাবকের রূপে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, একমাত্র ব্যতিক্রম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া। পরবর্তী পর্যায়ে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চলতে চলতে আন্দোলন করছেন তখন সঙ্গী আমাদেরও মূল লক্ষ্য মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অপশাসনের অবসান। চলতে চলতেই হয়েছে ২০০৬-এর সিঙ্গুর আন্দোলন ২০০৭-এর নন্দীগ্রামের আন্দোলন। ২০০৮-এ রিজওয়ানুর রহমানের ঘটনা। বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে একটা তরতাজা সংখ্যালঘু যুবককে যে কায়দায় বাংলার ক্ষমতাসীন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তার পেশি এবং প্রশাসন দিয়ে হত্যা করল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরল হিসেবে থেকে গিয়েছে। তপসিয়ার ঘুপচি গলি থেকে বার করে কলকাতার রাজপথে আন্দোলন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দিদি। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছিল এই আন্দোলন। ছিল ওই অসহায় পরিবারকে 'ইনসাফ' দেওয়ার আন্দোলন।

শুরু হল বাংলার মাটিতে নতুন করে অধ্যায়। পরবর্তী পর্যায়ে ২০০৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই তৃণমূল কংগ্রেস ২৯ হাজার আসনে প্রার্থী দিয়ে ১৯ হাজারের বেশি আসনে জয়যুক্ত হয়েছিল। ২০১১ সালে আমরা সেই বহু প্রত্যাশিত পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচন পেলাম। সেই নির্বাচনে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও গাড়িতে, কখনও ট্রেনে, কখনও স্কুটারে, কখনও সাইকেলে, কখনও হেলিপ্যাডে বললেন, বাংলার মানুষ যদি তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করেন তাহলে বাংলার মানুষের স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেস আমৃত্যু লড়াই করবে। পরবর্তী পর্যায়ে সেই বাংলার মানুষ সর্বস্তরের সর্ব ধর্মের সর্ব জাতের সর্ব পেশার মানুষ সংঘবদ্ধভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে নতুন সরকার গড়ে দিলেন।

২০১১ সালে ২০ মে। শুরু হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের সঙ্গে নতুন করে পথচলা। দীর্ঘ সংগ্রাম। লড়াই শেষ করে যখন তিনি শীর্ষে পৌঁছালেন তখন মানুষের পাশে থেকে বাংলাকে অনুধাবন করলেন।

পরবর্তী পর্যায়ে ২০১৬ সালে বাংলার মানুষ ১৮ বছর পর উপলব্ধি করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদৃষ্টি। তাই সেদিনকার বাংলার মাটিতে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দু'জনে দু'জনকে আলিঙ্গন করে মালার চাদরে ঢেকে দিলেন। একসঙ্গে লড়ার শপথ নিলেন। আর উপযাজক হিসেবে বাইরে থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করল ২০১৪-য় ক্ষমতায় আসা রাজনৈতিক দলটি। সেদিন সংবাদমাধ্যমের একটা বড় অংশের সহযোগিতায় এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৭ সালে কলকাতার রাজপথে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে, বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করা অসম্ভব। তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, বাংলার মাটিতে কংগ্রেসের একটা অংশ দিল্লির কংগ্রেস পার্টির সহযোগিতায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ঘরে তার পতাকাটা বন্ধক রেখেছিল।

নির্বাচনের পর মাত্র ৯ দিনের মাথায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছলেন মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে। স্বাভাবিকভাবে সেদিন দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিলেন, বাংলার মানুষ প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ উপেক্ষা করে যে কায়দায় নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটা কথা তিনি তাঁদের বলেছিলেন, আজকে দুর্যোগ আসুক, যতই অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা আসুক পশ্চিমবঙ্গের মা-মাটি-মানুষের সরকারের কোনও প্রকল্প বন্ধ হবে না। সেই আশ্বাসের পর মানুষ নতুন করে পরবর্তী পর্যায়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে দ্বিতীয় পর্যায়ে সময়সীমা শেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২০২১ সালে তৃতীয় পর্যায়ে নতুন করে বাংলার মানুষ প্রতিষ্ঠিত করেছে। ২০২৪ সালে আমাদের শপথ নিতে হবে যে বাংলার মাটিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে বাংলার মানুষকে সংগঠিত করতে হবে। সসংঘবদ্ধ হতে হবে। আমাদের এই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, যতদিন না পর্যন্ত ভারতবর্ষের বুক থেকে সংবিধান-বিরোধী শক্তির অবসান ঘটবে। পশ্চিমবাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেস কোনও ভুঁইফোঁড় রাজনৈতিক দল নয়। বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে বহু সংগ্রাম উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে বাংলার শিখরে পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী দিনগুলিতেও সেই জয়রথ অব্যাহত থাকবে। এবার সঙ্গে আছে ইন্ডিয়া। তৃণমূল লড়বে বাংলায়। দেশে লড়বে ইন্ডিয়া।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের
আজ প্রতিষ্ঠা দিবস
উপলক্ষ্যে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

1 January, 2024 • Monday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১ জানুয়ারি ২০২৪
সোমবার

নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে

গৌতম দেব

সহস্র লড়াই ও সংগ্রামকে সঙ্গী করে ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম এবং এরপর ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালের দুটো সাধারণ নির্বাচনে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে দলের পথ চলা শুরু হয়। ভাবতে অবাক লাগে যে দেখতে দেখতে আজ ২৬ বছর পূর্ণ হল আমাদের আবেগ, ভালবাসা ও স্নেহের এই দলটির। এই দীর্ঘ সময় ধরে শ্রদ্ধেয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে বিভিন্ন চড়াই-উতরাইয়ের সাক্ষী হয়েছি। সারা দেশজুড়ে বিজেপির চলতে থাকা ধর্মের হানাহানি, প্রভুত্ববাদ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার চরম সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই অপশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে রাজ্যেজুড়ে বয়ে চলা উন্নয়নের জোয়ারকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে ও দেশের প্রতিটি সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সামাজিক উন্নয়নের সুবিধা পৌঁছে দিতে আমাদের হাত আরও মজবুত করে এগিয়ে যেতে হবে শ্রদ্ধেয়া দিদির নির্দেশিত পথে। তবেই আসবে সাফল্য!

আজ দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের মাঙ্গলিক দিনে মনের ক্যানভাসে ভেসে আসে বহু লড়াই ও পুরনো স্মৃতি; যা কখনই ভোলার নয়। সেই ১৯৭৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করে চলেছি। যুব কংগ্রেসে থাকার সময় ওঁর সঙ্গে রাজ্য সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছি এবং জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবেও কাজ করেছি। তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা নেতৃত্বে থাকার সময়ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং রাজনীতির বিভিন্ন প্রাঙ্গণে ওঁর সংস্পর্শে সম্পৃক্ত হয়েছি। ১৯৯৭ সালের ৯ অগাস্ট 'ইনডোর বনাম আউটডোর' এক ঐতিহাসিক সমাবেশ হয়েছিল। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে। সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের ভেতরে আওয়াজ তোলেন 'থাকবো না আর বদ্ধ ঘরে' এবং ইনডোর সমাবেশের পাল্টা আউটডোর সমাবেশ ডাকা হল গান্ধীমূর্তির পাদদেশে। সেই সময়ের অস্থির রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সর্বভারতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অনেক সময়ই রাজ্যে সিপিআই (এম)-এর বিরুদ্ধে তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছিল না। বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের বিস্মিত করে দিয়ে সেখানেই 'তৃণমূল কংগ্রেস' নামটা প্রথম উচ্চারিত হয়। আউটডোর সমাবেশে উপচে পড়া ভিড় সারা বাংলা তথা দেশে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে একটা আলোড়ন ফেলেছিল। সেদিনের সমাবেশ এক আশ্চর্য আবেগের জন্ম দিয়েছিল, যার মধ্যে নিহিত ছিল আগামী দিনের পূর্বাভাস। অবশেষে এল সেই সুদিন— ১ জানুয়ারি ১৯৯৮। এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে কংগ্রেস দল বিভাজিত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নবজন্ম হল। গ্রাম বাংলায় বামফ্রন্টের অত্যাচার, নিপীড়ন এবং তাদের বিরুদ্ধে সর্বত্র মানুষের ক্ষোভ ও হতাশার বহিঃপ্রকাশকে সেদিন ভাষা দিয়েছিলেন বাংলার অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরও আগে ১৯৯০ সালের ১৬ অগাস্ট হাজরা মোড়ে সিপিএমের নৃশংস আক্রমণে মমতা ব্যানার্জিকে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল এবং মাথায় ২৬টি সেলাই নিয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই মাথায় কাপড় বেঁধে আবার তিনি বিশাল জনসভায় বক্তৃতা রাখেন। বামফ্রন্টের শত অত্যাচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অদম্য মনোভাব এতটুকুও দমেনি। সুদীর্ঘ লড়াইয়ের সাক্ষী হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ১৯৯২ সালের ২১ জুলাই দিনটি। 'নো আইডেন্টিটি কার্ড, নো ভোট' ইস্যুতে মহাকরণ অবরোধ কর্মসূচিতে পুলিশের গুলি চালনায় আমাদের ১৩ জন সঙ্গীর মৃত্যু এবং পরবর্তীতে এই বিশেষ দিনটিকে শহিদ দিবস হিসেবে পালন এক নতুন ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে। এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ দেশের নির্বাচন কমিশন পরবর্তীতে বাধ্য হয়েছে দেশের প্রতিটি মানুষের সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র তৈরি করতে।

তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্নে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতৃত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিল না ঠিকই কিন্তু গ্রামবাংলা ও শহরের অগণিত মানুষ এবং তৃণমূল স্তরের কর্মীরা তাঁর পাশে ছিলেন। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরির মাত্র ১ মাস ২২ দিনের মাথায় সেই বছর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ৭ জন প্রার্থী জয়ী হন। ঠিক পরের বছর ১৯৯৯ সালে আবার লোকসভা নির্বাচন হলে সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের ৮ জন প্রার্থী জয়ী হন।

এরপর ২০০৬ সালে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন এবং শিল্পের নামে সিপিএমের অসহায় অনিচ্ছুক কৃষকদের বহুফসলি উর্বর কৃষিজমি কেড়ে নেওয়া ও তাদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গর্জে ওঠা ও লাগাতার আন্দোলন যা পরবর্তীতে জমি অধিগ্রহণ আইনকে নতুন রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিল। ওঁর ২৬ দিনের অনশন এবং ১৮ দিনের অবস্থানের মধ্যে দিয়ে বাংলায় একটি নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে দেশের সর্বচ্চ আদালতের ঐতিহাসিক রায় এই জমি আন্দোলনকে প্রকারান্তরে বৈধতা দিয়েছিল।

নানান ঘাত-প্রতিঘাতকে অতিক্রম করে অবশেষে আসে সেই শুভক্ষণ। ২০১১ সাল। তবে এখনও লড়াই অনেক বাকি, ধর্মের নামে এখনও বহু অশুভ শক্তি তাদের তীক্ষ্ণ নখ-দাঁত বার করে আছে বাংলার বুকে অশান্তির ছায়া ফেলতে। এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আমরা জয়ী হবই; এই হোক আমাদের নতুন বছরের অঙ্গীকার।

সকলকে জানাই ইংরেজি শুভ নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও ভালবাসা। ভাল থাকুন, ভাল রাখুন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্ব দিলে উপকৃত দেশবাসী

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৈরি হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্টের মতো জগদ্দল পাথরকে আমরা মানুষের বুকের থেকে সরাতে পেরেছিলাম। মমতাদির নেতৃত্বে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যই উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়েছে। শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন হয়েছে। আমরা উত্তরবঙ্গের মানুষ। উত্তরবঙ্গের একটা বড় সমস্যা ছিল প্রতিবছর বন্যায় নদী-ভাঙন। ৩৪ বছরে বামফ্রন্ট সরকার কিচ্ছু করেনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর মাস্টারপ্ল্যান করে উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে নদী-ভাঙন সমস্যা রোধ করেছেন। গ্রামে গ্রামে কোনও বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিল না। দিদি ক্ষমতায় এসেছিল তাই গ্রামে বিদ্যুতের আলো পৌঁছেছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্যের উন্নয়ন হয়েছে। জেলায় জেলায় মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। কর্মসংস্থান বেড়েছে। দিদি ক্ষমতায় এসেছিল বলেই আমার মতো গ্রামের একজন কৃষক পরিবারের ছেলে গ্রাম থেকে নবান্নে পৌঁছতে পেরেছিল। এর থেকে বড় আমার আর কিছু চাওয়ার নেই।

আমার চোখে বিজেপি কোনও দল নয়। বিজেপি একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। বিজেপি নিজস্ব কোনও সত্তা নেই। ৩৪ বছরের বামফ্রন্টের কর্মীরাই গেরুয়া জামা পরে বিজেপিতে রয়েছেন। যেদিন সময় হবে তাদের জামা বদল করে আবার চলে যাবেন। আর বিজেপি কঙ্কালের মতো পড়ে থাকবে। বিজেপি দেশের পক্ষে খুব ভয়ঙ্কর। ক্ষতিকারক। বিজেপি যেভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে তা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করতেই হবে আমাদের। যদি দেশকে অখণ্ড রাখতে হয় যদি দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে হয় তবে বিজেপিকে হারাতে হবে।

আমার মতো অনেকেই মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগামী দিনে দেশের প্রধানমন্ত্রী করা উচিত। যদি ভারতবর্ষের মানুষকে সুস্থভাবে বাঁচাতে হয়, তাহলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকেই প্রধানমন্ত্রী করা প্রয়োজন। মমতাদি এই দলকে আরও কমপক্ষে ২০ বছর নেতৃত্ব দিতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সাফল্য আসবে এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাব রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে দেশের প্রতি ঘরে ঘরে পৌঁছবে। মমতাদির মতো এই ধরনের জনপ্রিয়তা শুধু দেশে নয় বিদেশেও প্রশংসিত।

আমার বাংলা
1 January, 2024 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শিলান্যাসে মন্ত্রী

■ নতুন রাস্তার শিলান্যাস হল কালিয়াচকে। রবিবার। শিলান্যাস করলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। কালিয়াচক ২ ব্লকের উত্তর পঞ্চানন্দপুর ১ অঞ্চলের লস্করিটোলা মসজিদ থেকে বাঁধ পর্যন্ত রাস্তার শিলান্যাস করেন তিনি। এই প্রকল্পের জন্য ২৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর। ছিলেন মালদহ জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ফিরোজ সেখ প্রমুখ।

জাগোবাংলার স্টল

■ রাজ্যের উদ্যোগে বালুরঘাটে শুরু হয়েছে বইমেলা। সুন্দর সাজানো মেলায় রয়েছে নানারকমের বইয়ের স্টল। রয়েছে জাগোবাংলার স্টলও। নজর কাড়ছে জাগোবাংলার স্টলের সামনে ভিড়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কবিতার বই কিনতে মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

পাশে তৃণমূল

■ মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন মালদহ জেলা আইএনটিটিইউসি। মালদহের শোভানগরের মোহনপুর গ্রামের বাসিন্দা শেখ জহিরুল ১০০ দিনের কাজের দিনের কাজ ও বকেয়া টাকা না পেয়ে উত্তরপ্রদেশে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজে গিয়েছিলেন। সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু হয়। উত্তরপ্রদেশের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কোনওভাবে ময়নাতদন্ত করে মৃতদেহ বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। পরিবারকে দেয় মাত্র তিন হাজার টাকা। পরিবারে বয়স্ক মা, স্ত্রী ও দুই ছেলে অসহায় অবস্থায় দিন কাটান। আইএনটিটিইউসির পক্ষ থেকে শেখ জাহিরুলের পরিবারবর্গকে সাহায্য করা হয়। ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি শুভদীপ সান্যাল, ইংরেজবাজার ব্লক সভাপতি কৌশিক ঝা, ছোটন কর্মকার প্রমুখ।

প্লাস্টিক বন্ধে

■ প্লাস্টিকের ব্যবহারে রুখতে ফের অভিযানে নামল রায়গঞ্জ পুরসভা। বিভিন্ন বাজারে অভিযান চলে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ একটি উল্লেখযোগ্য দিক। রায়গঞ্জ পুরসভা সকলকে সচেতন করছে বারংবার। এদিন এই বাজারে বেশ কিছু দোকান থেকে উদ্ধার হয় ক্যারিব্যাগ। অভিযান কর্মসূচিতে ছিলেন পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য সাধন বর্মন, ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর অনিরুদ্ধ সাহা-সহ পুরকর্মীরা।

থাকবে না একটিও বাঁশের সাঁকো • নতুন বছরে হবে একাধিক উন্নয়ন

সব সেতু পাকা করবে জেলা পরিষদ

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • আলিপুরদুয়ার

জেলার যোগাযোগ ব্যাবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করার শপথ নিয়ে পথ-চলা শুরু করেছিল আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদের নতুন বোর্ড। তাই বোর্ডের প্রথম বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল জেলার কোনও নদীতেই বাঁশের সাঁকো রাখা হবে না। সাঁকোর বদলে সব নদীতেই পাকা সেতু তৈরি করা হবে। সবার প্রথমে বোর্ডের সভায় এই প্রস্তাব পেশ করেছিলেন জেলা পরিষদের তৃণমূল সদস্য গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। সেই শপথ পূরণের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জেলায় সাতটি নদীর উপর থাকা বাঁশের সাঁকো ভেঙে পাকা সেতু তৈরির টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করল জেলা পরিষদ। বিগত পঞ্চায়েত ভোটে সার্বিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদে বিরোধীশূন্য

ভাবে ক্ষমতা দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস। ১৮টির মধ্যে সবগুলো আসনই দখল করে তৃণমূল। এই প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের সদস্য গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, নতুন বোর্ডের প্রথম সভায় আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, জেলায় কোনও নদীতে সাঁকো থাকবে না। সাঁকোর জায়গায় পাকা সেতু করতে হবে। সবাই আমার প্রস্তাব সমর্থন কর। সেইমত কাজ শুরু হয়েছে। জেলার সাতটি নদীর উপরে থাকা সাঁকোর বদলে পাকা সেতু তৈরির টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য জেলার কোনও নদীর উপরে আর সাঁকো রাখা হবে না। জেলার সমস্ত নদীর উপর ধপে ধাপে সব সাঁকো তুলে দিয়ে পাকা সেতু করা হবে। জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম সাতটি সাঁকো ভেঙে পাকা সেতু তৈরি করতে, প্রতিটির জন্য খরচ ধরা হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা করে। পাকা সেতু তৈরির জন্য জেলা পরিষদ থেকে টেন্ডার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী দিনে একই ভাবে একে একে জেলার সব সাঁকো তুলে দিয়ে পাকা সেতু তৈরি করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই নিতে শুরু করেছে।

কবর দিতে শুল্ক নেবে না পুরনিগম

শিলিগুড়ি

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : কবরস্থ করতে আর লাগবে শুল্ক। এমনই উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। এর জন্য সংখ্যালঘুদের নিয়ে কারবালা কমিটিও গঠন করে পুর নিগম। মৃত্যুর পর কবরে শুল্ক প্রদান করতে হবে না স্বজন হারাদের। কারবালা কমিটিতে রয়েছেন গুলাম রব্বানি থেকে বরো চেয়ারম্যান আলম খান। বছর শেষে মাসিক বোর্ড সভায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এই ঘোষণা করেন। তিনি বলেন বর্তমানে পূর্ব বাম বোর্ডের সময়কালে মৃত্যুর পর সংখ্যালঘু শ্রেণির প্রথা অনুযায়ী মাটি দানের ক্ষেত্রে শিলিগুড়ির পিস হেভেনে একটি শুল্ক প্রদান করতে হত। তার বিনিময়ে

বৈঠকে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সুযোগ দেওয়া হতো নাগরিকদের। তবে আমরা মনে করছি জীবনের শেষ সময়তে এই অর্থের বিনিময় প্রথার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। মর্মান্তিক ওই সময়তে স্বজনহারা পরিবারের সুবিধার জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন তারা সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি শিলিগুড়িতে সংখ্যালঘুদের জন্য ১৯ জনের একটি কারবালা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে রয়েছে আবর্জনা নিষ্কাশন বিভাগের মেয়র পরিষদ মানিক দে, বরো চেয়ারম্যান আলম খান এবং শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য পরিমল মিত্র প্রমুখ।

রাজার মেজাজে...

■ বছর শেষের সকালে রয়্যাল মুডে বাঘ মামা। রবিবার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ল সেই ছবি। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের পর গত শুক্রবার ফের বাঘের দেখা মিলেছে বক্সার জঙ্গলে। তবে ওই বাঘটিকেই রবিবার দেখা গিয়েছে নাকি তা এখনও নিশ্চিত নয় বনদফতর। বাঘের গায়ের ডোরা পরীক্ষা করে তা জানানো হবে।

বিপুল উন্নয়নে জয়ী হবে তৃণমূল কংগ্রেস

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : কক্ষে পাবে না বিরোধীরা। উন্নয়নের জয় নিশ্চিত। লোকসভা নির্বাচনেও জয় হবে তৃণমূল কংগ্রেসের। করণদিঘি ব্লকের দোমোহনা গ্রাম পঞ্চায়েতের কান্তিপাড় এন কে সিনিয়র মাদ্রাসায় নির্বাচনে এসে এমনই জানালেন দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। কনকনে শীত উপেক্ষা করেই রবিবার সকাল থেকেই মাদ্রাসার বাইরে অভিভাবকদের নির্বাচন ঘিরে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। মাদ্রাস ভোটকে কেন্দ্র করে কোন ধরনের অশান্তি রুখতে মাদ্রাসার চারপাশে মোতায়েন করা হয় করণদিঘি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে উপস্থিত ছিলেন উওর দিনাজপুর জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, বিধায়ক গৌতম পাল-সহ অন্য নেতৃত্ব। জানা গেছে কান্তিপাড় হাই মাদ্রাসায় মোট ভোটার ৩ হাজার ৬৬২।

লোকালয়ে ঢুকে পড়ল চিতাবাঘ

প্রতিবেদন : জলপাইগুড়ি লোকালয়ে চিতাবাঘ। বছর শেষের দিনে লোকালয়ে চিতাবাঘের উপস্থিতিতে আতঙ্ক ধূপগুড়ি ব্লকের দক্ষিণ কাঠুলিয়া এলাকায় এবং আহত হলেন এক ব্যক্তি। জানা যায়, স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামাপদ রায় নামে এক ব্যক্তির চা-বাগানের কাজ করতে আসা চা-শ্রমিকরা প্রথম চিতাবাঘ দেখতে পান। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমতে শুরু করে। স্থানীয় যুবকরা চিতাবাঘ দেখতে ভিড় করে। খবর পেয়ে আসেন বনকর্মীরা।

বছর শেষে দুটি নতুন রাস্তা পেলেন গ্রামবাসীরা

দুলাল সিংহ • বালুরঘাট

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে উন্নয়ন অব্যাহত। বছরের শেষ দিনেও দুটি নতুন রাস্তার উদ্বোধন হল দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রত্যন্ত গ্রামে। রবিবার রামচন্দ্রপুর এবং কাঁঠালহাটের দুটি রাস্তার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি রাস্তা তৈরি হয়েছে।

উদ্বোধন করছেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র।

ছিলেন বিধায়ক রেখা রায়। উদ্বোধন হওয়া রাস্তা দুটির মধ্যে অন্যতম হল রামচন্দ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে গোবরাবিল জুনিয়র হাই স্কুল অবধি ২ কিলোমিটার ৮০০ মিটার দীর্ঘ রাস্তা। যার জন্য খরচ হয়েছে ৩ কোটি ৫২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬১৬ টাকা। অপর রাস্তাটি হল কাঠালহাট এলাকায় ২ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রাস্তা। যার জন্য খরচ হয়েছে ২ কোটি ৫২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬১৮ টাকা। জানা গেছে রাস্তা দুটির মধ্যে একটি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ডাকাতিকাণ্ডে চাঁচলে ধৃত ১

সংবাদদাতা, মালদহ : ডাকাতির সাত দিন পর সাফল্য পেল পুলিশ। মালদহের চাঁচলের ডাকাতি কাণ্ডের ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম শাহাজান (৩৪)। বাড়ি চাঁচ লের মল্লিকপাড়া নিমগাছি গ্রামে। সে এই ভয়াবহ ডাকাতি কান্ডে লিঙ্কম্যানের কাজ করেছিল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে মেমারি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গুণিজন সংবর্ধনা ও জেলাব্যাপী অঙ্কন ও নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। মূল উদ্যোক্তা শহর তৃণমূল সভাপতি স্বপন ঘোষাল

আমার বাংলা

1 January, 2024 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১ জানুয়ারি ২০২৪
সোমবার

রোগীদের কম্বলদান

■ বর্ষশেষের দিন লাভপুর গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে লাভপুরের বিধায়ক তথা জেলাপরিষদের মেন্টর অভিজিৎ সিংহ রোগীরা কেমন সরকারি পরিষেবা পাচ্ছেন তার খোঁজখবর নিলেন। পাশাপাশি তাঁদের দিলেন কম্বল, সঙ্গে ফলমূল ও মিষ্টি।

নাকা চেকিং

■ বর্ষবরণের আগে আসানসোলের বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানার ডুবুরডিহি চেকপোস্টে পুলিশের নাকা চেকিং। রবিবার, কুলটি ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে। ঝাড়খণ্ড থেকে আসা সমস্ত গাড়িতেই তল্লাশি চালানো হয়েছে। পাশাপাশি মত্ত অবস্থায় কেউ গাড়ি চালাচ্ছে কি না তাও পরীক্ষা করা হয়েছে।

সুতিতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু

■ পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সাইকেল-আরোহীর, রবিবার সাতসকালে। মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি আহিরণহাট বাস স্ট্যান্ডে। রাস্তা পারাপারের সময় ফরাক্কা থেকে আসা ১২ চাকার একটি লরির তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু। পরিচয় জানা যায়নি। দুর্ঘটনার পরে রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয়রা।

সিলিন্ডার ফেটে

■ নন্দীগ্রামে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুনে ভস্মীভূত বাড়ি। ১ ব্লকের পুরুষোত্তমপুর গ্রামে। রবিবার দুপুরে, সুভাষ দলুইর বাড়িতে। আভেনে দুধ গরম করছিলেন। সেই সময় পাইপ লিক করে আগুন লেগে যায়। দ্রুত পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে আগুন।

সাইবার প্রতারণা

■ সাইবার প্রতারণার শিকার ডোমকলের বর্তনাবাদের মুস্তাফিজুর রহমান মণ্ডল। প্রথম পুরস্কারবিজেতা বলে প্রায় ২ লক্ষ টাকা এবং পাঁচআনা সোনার আংটির টোপ দেওয়া হয়। নিরক্ষর মুস্তাফিজুর সাতপাঁচ না ভেবেই প্রতারকদের ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে দেন। তাতেই নগদ ১৫৭৫ টাকা খোয়ান।

দাঁতাল আতঙ্কে

■ বছরের শেষদিনটা একটু আনন্দে কাটানোর ইচ্ছা ছিল। তার বদলে দলছুট দাঁতালের আতঙ্কে সারাটা দিন কাটল সাঁকরাইল ব্লকের মানুষের। সবার প্রার্থনা, রাত যেন বিনিদ্র না কাটে। ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকের হাড়িভাঙা এলাকায়।

চন্দ্রিমার নেতৃত্বে মহিলারা ‘সঙ্ঘবদ্ধ শপথ’ নিলেন

১০ হাজার সভা হবে, ৫০-৬০ হাজার মহিলাকে সদস্য করা হবে

বিজেপির নারীবিদ্বেষের বিরুদ্ধে হবে ‘চলো পাল্টাই’ মিছিল

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : কেন্দ্রের বিদ্বেষমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনে নেমেছে তৃণমূল। তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস সেই লক্ষ্যে টানা ৪৫ দিনের কর্মসূচি নিয়েছে। রবিবার জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল ‘সঙ্ঘবদ্ধ শপথ’ কর্মসূচি পালন করল। রঘুনাথগঞ্জে রবীন্দ্রভবনে। তৃণমূল মহিলা রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, ৩৫টি সাংগঠনিক জেলায় ধারাবাহিক এই কর্মিসভা চলছে। ব্লকস্তরের নেতৃত্বকে নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ শপথ গ্রহণ করবে তৃণমূল। একইসঙ্গে চলবে পাড়ায় বৈঠক কর্মসূচি। একটি অঞ্চলে তিনটি করে বৈঠক হবে। রাজ্যে তিন হাজারের বেশি অঞ্চল রয়েছে। সেই নিরিখে ১০ হাজার সভা হবে। সেখানে প্রতিসভায় পাঁচ-ছজন নতুন সদস্যকে সংযোজিত করার লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। এই হিসেবে ৫০-৬০ হাজার নতুন মহিলা সদস্য দলে অন্তর্ভুক্ত হবেন। চন্দ্রিমা একইসঙ্গে ঘোষণা করেন, বিজেপির নারী-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে ‘চলো পাল্টাই’ ব্যানারে মিছিল হবে। অঞ্চলগুলিতে তিনটি করে মিছিল হবে। মিছিল হবে জেলাগুলিতেও। নির্বাচন অবশ্যই ফ্যাক্টর। তবে আমরা শুধু নির্বাচনের কথা ভাবি না। আমাদের কর্মসূচি চলতেই থাকে। এর মাধ্যমে জানাতে চাই, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নারীবিদ্বেষী। তারা মহিলাদের ব্যবহার করে ভোটের জন্য। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের সম্মান দেন। স্বাস্থসাথী থেকে কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প এনে মহিলাদের সম্মানিত করেছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্য মহিলা নেতৃত্ব ছাড়াও ছিলেন জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ খলিলুর রহমান, বিধায়ক জাকির হোসেন, সাংগঠনিক জেলা সভাপতি হালিমা বিবি ও সমস্ত সাংগঠনিক জেলার মহিলা সভানেত্রীরা।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, জাকির হোসেন, খলিলুর রহমান, হালিমা বিবি প্রমুখ।

রাজ্যের সেরা থানা বীজপুর

সংবাদদাতা, বারাকপুর : সেরার সেরা পুরস্কার জিতে নিল বারাকপুর কমিশনারেটের বীজপুর থানা। ৫০টি বিভাগের চুলচেরা বিচারে রাজ্যের ৬৯৬টি থানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সেরা হল। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পরেই মুখ্যমন্ত্রী বহু জেলাকে ভেঙে আলাদা পুলিশ জেলা করে দেন অপরাধে লাগাম টানতে। এতে পুলিশি নজরদারিতে সুবিধে হয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মতো বড় জেলাকে ভেঙে বারাসত, বনগাঁ ও বসিরহাট পুলিশ জেলা এবং বারাকপুরকে পুলিশ কমিশনারেট করে দেন তিনি। তখন এই কমিশনারেটের অধীনে আসে বীজপুর থানা। অপরাধদমন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ফাইলের যথাযথ মূল্যায়ন, জনসংযোগ, ব্যবহার, অপরাধ এবং অপরাধীদের তথ্য রাখা, প্যারেড, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পুলিশকর্মীরা যাবতীয় সুবিধে পাচ্ছেন কিনা সেই বিষয়ে নজর রাখার বিষয়ে একেবারে শীর্ষে রয়েছে এই থানা। সেই কারণেই যাবতীয় ৫০টি বিষয়ের উপর নজর রেখে এই থানাকে সেরার পুরস্কার দিল রাজ্য পুলিশ। পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া বলেন, খুবই আনন্দের বিষয়। বীজপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক-সহ তাঁর সহকর্মীদের ধন্যবাদ প্রাপ্য।

সিলেবাস কমিটির বৈঠক

প্রতিবেদন : নতুন বছরের শুরুতেই বৈঠকে বসতে চলেছে নব গঠিত সিলেবাস কমিটি। জানা গিয়েছে, ৮ জানুয়ারি বৈঠক রয়েছে। পাঠ্যক্রমে কোন জায়গায় কী পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে বা সংশোধন করতে হবে সেই বিষয়ে স্কুল শিক্ষা দফতরকে রিপোর্ট দেবেন বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যরা। প্রায় তিন মাস আগে তৈরি হয়েছে এই কমিটি। মূলত উদ্দেশ্য পাঠ্যক্রমের পর্যালোচনা করা। প্রথম দিকে কয়েকটি শ্রেণি দিয়ে শুরু হবে সিলেবাস পরিবর্তন।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা কাজ বন্ধ পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের

সংবাদদাতা, ডেবরা : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জেলায় উন্নয়ন হচ্ছে। সেই কাজে যাতে ফাঁকি না থাকে, তার জন্য সজাগ জেলা প্রশাসন। তাতেই রাস্তা তৈরির কাজ খারাপ হচ্ছে খবর পেয়ে কাজ বন্ধ করে দিলেন ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সিতেশ ধাড়া। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ১ নং ভবানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আকালপৌষ থেকে বাগুয়ান পর্যন্ত ২ কিমি রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল কদিন আগে। সেই রাস্তা পরিদর্শনে গিয়ে ক্ষুব্ধ হন ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ। রাস্তায় পিচ পড়েছে কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরেই নাকি উঠে যাচ্ছে। রাস্তার গুণগত মান এত খারাপ দেখেই তৎক্ষণাৎ কর্মাধ্যক্ষ ঠিকাদারকে নির্দেশ দেন সেই মুহূর্তে কাজ বন্ধ রাখতে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পুনরায় কাজ শুরু হবে। কাজের অনেক সমস্যা রয়েছে। জেলা পরিষদের আর্থিক সাহায্যে এই রাস্তার কাজ হচ্ছিল। বরাদ্দ হয়েছিল ২৫ লক্ষ টাকা। কর্মাধ্যক্ষ জানান, আমি অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখলাম কাজের মান ঠিক নেই। বিডিও সাহেবকে জানাই। টেন্ডারে যা আছে সেই অনুযায়ীই কাজ হবে বলে জানা গিয়েছে।

পৌষমেলা শেষেই শুরু মাঠ সাফাই

ঝাঁটা হাতে সাফাইয়ের কাজে নেমে পড়েছেন কাজল শেখ।

সংবাদদাতা, শান্তিনিকেতন : কাজে ঢিলেমি নয়। পৌষমেলা শেষের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিশ্বভারতীকে পরিষ্কার মাঠ ফিরিয়ে দিতে ঝাঁটা হাতে নেমে পড়লেন জেলা পরিষদ সভাধিপতি কাজল শেখ, রবিবার। সঙ্গে ছিলেন কাউন্সিলার, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যম থেকে অধ্যাপক-অধ্যা পিকারা। কাজল বলেন, কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর মুখ্যিমন্ত্রীর উদ্যোপগে এবছর পূর্বপল্লীর মাঠে পৌষমেলা হল। মুখ্যরমন্ত্রী বলেছিলেন মেলা সমাপ্তির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মাঠ পরিষ্কারের কথা। বিশ্বভারতীর সঙ্গে রাজ্যদ প্রশাসনের কথাও ছিল সেটাই। সেই কথা রাখতে আমরা সবাই মাঠ সাফাইয়ের কাজে নেমে পড়ি। আমাদের লক্ষ্যত আগামীতে এভাবেই বসন্ত উৎসব হোক। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যম ফিরে আসুক।

১০
১ জানুয়ারি ২০২৪
সোমবার

আমার বাংলা

1 January, 2024 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিঘা পুলিশের নয়া উপহার পর্যটকদের নিরাপত্তায় সৈকতে এবার বসছে কিয়স্ক

সংবাদদাতা, দিঘা : বড়দিন বা নববর্ষের মতো উৎসবের দিনে প্রতি বছরই পর্যটকের ভিড় উপচে পড়ে সমুদ্রনগরী দিঘায়। সেইমতোই দিন দিন দিঘায় বাড়ছে পর্যটকদের শীত ও ছুটির সফর। ইভটিজিং থেকে শুরু করে মারামারি বা সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে স্নানে নামার মতো অভিযোগও ওঠে পর্যটকদের একাংশের পক্ষে। এবার দিঘার নিরাপত্তা আরও আঁটসাঁট করতে চলেছে জেলা পুলিশ। দিঘায় খোলা হচ্ছে পুলিশ কিয়স্ক। পর্যটকেরা যাতে দ্রুত তাঁদের অভিযোগ জমা করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে চালু হচ্ছে নতুন পুলিশ কিয়স্ক। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আছে দিঘা ও দিঘা কোস্টাল থানা। কিন্তু সমুদ্রসৈকত থেকে থানার দূরত্ব একটু বেশিই। তাই এবার ওল্ড দিঘার সৈকতাবাসের কাছেই সাগরের পাড়ে খোলা হচ্ছে পুলিশ কিয়স্ক বলে জানিয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'দিঘায় বেশ কিছু ঘটনা ঘটে থাকে। থানায় অভিযোগ করার জন্য অনেকটা দূর যেতে হয়। তাই পর্যটকেরা যাতে দ্রুত অভিযোগ জমা করতে পারেন সেজন্য একটি পুলিশ কিয়স্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ক্যাম্প আকারে, পরে সেটি স্থায়ীভাবে গড়ে তোলা হবে। এর ফলে পর্যটক থেকে স্থানীয় মানুষজনের অনেকটাই সুবিধা হবে।' দিঘাকে পর্যটনবান্ধব করে তোলার জন্য জেলা পুলিশের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়ে দিঘায় আসা পর্যটকদের মতামত, এতে পর্যটকদের খুব সুবিধা হবে। বিশেষত মহিলা পর্যটকদের। পুলিশের কিয়স্ক কাছে থাকায় অপরাধীরা ক্রাইম করতেও ভয় পাবে। সমুদ্রে কেউ তলিয়ে গেলে পুলিশকে তা দ্রুত জানাতেও পারবেন পর্যটকেরা। দিঘা ও দিঘা কোস্টাল পুলিশের এই উদ্যোগ সাড়া ফেলেছে।

জেলায় পাটের ব্যাপক উৎপাদন কাজে লাগাতে চায় প্রশাসন

লক্ষ্য, পরিবেশবান্ধব ভোট

সংবাদদাতা, নদিয়া : নদিয়া জেলায় ব্যাপক পাট উৎপাদন হয়। রাজ্যে পাট উৎপাদনে মুর্শিদাবাদের পরেই সঙ্গে নদিয়ার স্থান দুইয়ে। ভারতের ৬ বিখ্যাত পাট উৎপাদন স্থানেও আছে এই জেলার নাম। এই প্রেক্ষিতে পাটকে কাজে লাগাতে চায় জেলা প্রশাসন। তাই এবার লোকসভা ভোটে পাটকে প্রচারের সামগ্রী করা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। ফলে পরিবেশে দূষণ কমার পাশাপাশি পাটকে ঘিরে কর্মসংস্থানও বাড়িয়ে আর্থিক ছবিটিও বাড়াতে চায় প্রশাসন। এই জেলায় প্রায় ১ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট উৎপাদন হয়। শুক্রবার কৃষ্ণনগর জেলা স্টেডিয়ামে জেলাশাসক অরুণ প্রসাদ এ নিয়ে বার্তা দেন জাতীয় ভোটার দিবসে। তিনি বলেন, নদিয়া পাট উৎপাদন ভাল হওয়ায় এবার নির্বাচনে পাটের সামগ্রী ব্যবহার করা হবে। ভোটগ্রহণে পরিবেশের দিকটা মাথায় রাখা হবে। এর জন্য পাটের সামগ্রী ব্যবহার করা হবে। বায়োডিগ্রেবল মেটিরিয়াল ব্যবহার করা হবে। ফ্লেক্স বা ভোটের সামগ্রী সবই হবে পাটের। পাটকে ভোটপ্রচারের কাজে লাগানো হবে। এভাবেই আসন্ন লোকসভা ভোটের যাবতীয় আয়োজন পরিবেশবান্ধব করার উদ্যোগ নিয়েছে নদিয়া জেলা প্রশাসন। প্লাস্টিক-বর্জনের উদ্দেশ্যেই প্রশাসনের এই অভিনব উদ্যোগ। পাশাপাশি নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণও এবার বাড়াতে চায় জেলা প্রশাসন। তাই যে সব বুথে আগের নির্বাচনে ভোটদানের হার কম ছিল, সেখানে বাড়তি নজর দিতে ভোটারদের সঙ্গে বুথ লেভেল অফিসাররা কথা বলে তাঁদের ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করা শুরু হয়েছে। লোকসভা ভোটের ম্যাসকট 'ভোট গোপাল' চালু করেছে।

জেলাশাসক অরুণ প্রসাদ।

স্থানবদল সোনামুখীর শালমহুল মেলার

প্রতিবেদন : ঘিঞ্জি এলাকায় স্বল্প পরিসরে নয়, সোনামুখীর শাল-মহুলের মেলা হবে এবার বিষ্ণুপুর টাউন মাঠে। শেষ মুহূর্তে মেলায় বিশৃঙ্খলা এড়াতে এই স্থানবদলের সিদ্ধান্ত মেলা কর্তৃপক্ষের। প্রাথমিকভাবে ঠিক ছিল বিষ্ণুপুরের বোর্ডিং মাঠে মেলা হবে। এবারই প্রথম এই মেলার আয়োজন শহরবাসীর মধ্যে উৎসাহ জাগিয়েছে। মেলায় বিপুল মানুষের ভিড় হবে বলে মনে করা হচ্ছে। শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে মেলার স্থান বদলে স্টেশনের কাছে বড়সড় খোলা স্থান টাউন মাঠে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। টাউন মাঠে খোলামেলা পরিবেশ, পার্কিংয়ের সুব্যবস্থাও থাকবে। সোনামুখীর বিস্তীর্ণ শালজঙ্গলে ভরা মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রচারের লক্ষ্যে মেলার শুরু হবে ১৯ জানুয়ারি। রোজ থাকছে আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন অনুষ্ঠান।

বর্ষবরণের রাতে যান চলাচলে কড়া নজরদারি চালাল পুলিশ

আসানসোল-দুর্গাপুর

প্রতিবেদন : উৎসবমুখর বর্ষবরণের রাতে শহরে বাইক ও গাড়ির বেপরোয়া গতি রুখতে বিশেষ বন্দোবস্ত নিল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। শনিবার রাত থেকেই দুই শহরে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে কড়া নজরদারি চালু হয়েছে। আজ, নববর্ষের রাতেও বেপরোয়া বাইক ও গাড়িচালকদের বিরুদ্ধে কড়া ধরপাকড় অভিযান চলবে পুলিশের তরফে। বড়দিন থেকেই রাত বাড়লে দুর্গাপুর ও আসানসোলে জিটি রোডে বাইক ও গাড়ির দাপাদাপি চোখে পড়ে। কয়েকদিন আগেই কমিশনারেট নির্দেশিকা দিয়ে জানায়, শনিবার থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত ট্রাফিক আইন নিয়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এরপরেই দুই শহরের মানুষের সঙ্গে একই সঙ্গে শনিবার প্রায় গোটা রাত জাগল ট্রাফিক কন্ট্রোল ও পুলিশ কন্ট্রোল রুম। চালু আছে হোয়াটসঅ্যাপে ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থাও। শনিবার রাত ১২টা পর্যন্ত শহরের যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে কড়া নজর রাখেন ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা। তা সত্ত্বেও বেপরোয়া গাড়ির দৌরাত্ম্য কমেনি। বর্ষবরণের রাতে ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগে মোটর ভেহিক্যাল অ্যাক্ট ও আইপিসি ধারার আওতায় মামলা দায়ের হয়। এমনকি গাড়ি ও বাইকচালকদের বেপরোয়া গতিতে লাগাম দিতে একাধিক গ্রেফতারও করা হয়। আজ এবং কালও আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ চালাবে এই অভিযান।

নন্দিনী নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব

(প্রথম পাতার পর)

রবিবারই রাজ্যের মুখ্যসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। আর এদিনই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন নন্দিনী চক্রবর্তী। নন্দিনী ১৯৯৪ ব্যাচের আইএএস। অত্যন্ত দক্ষ ও পারদর্শী। অতীতে রাজ্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ দফতরের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরে নন্দিনী চক্রবর্তী তাঁর দক্ষতা দিয়েই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ পছন্দের আমলা হয়ে ওঠেন। শিল্পোন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর থেকে শুরু করে তথ্য সংস্কৃতি দফতরের সচিবের মতো গুরুদায়িত্ব সামলেছেন তিনি। এরপরে তাঁকে পাঠানো হয় স্টেট গেজেটিয়ারের এডিটর পদে। সেখান থেকে সুন্দরবন উন্নয়নে এবং পরে প্রেসিডেন্সি ডিভিশনে। তারপর রাজ্যপালের প্রধান সচিব হন নন্দিনী। বর্তমানে রাজ্যের পর্যটন দফতরের প্রধান সচিবের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন তিনি। এবার পর্যটন দফতরের পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র এবং পাহাড়-সংক্রান্ত বিষয়ের প্রধান সচিব হিসাবে নিযুক্ত করা হল তাঁকে। এ ছাড়া নন্দিনীর হাতে মেদিনীপুর ডিভিশনের অতিরিক্ত কমিশনারের দায়িত্বও থাকছে। লীনা চক্রবর্তীর পর তিনি হলেন রাজ্যের দ্বিতীয় মহিলা স্বরাষ্ট্রসচিব। রবিবার একইসঙ্গে দ্বায়িত্বভার গ্রহণ করেন নবনিযুক্ত মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকা ও নবনিযুক্ত স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। নবান্নে তাঁদের ফুলের স্তবক দিয়ে স্বাগত জানান প্রাক্তন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। ৬ মাস আগেই অবসর নেন হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। এতদিন অতিরিক্ত মেয়াদে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন তিনি। বুধবার বছরের শেষ মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব গোপালিকাকে মুখ্যসচিবের দায়িত্ব নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখন থেকেই স্বরাষ্ট্রসচিব কে হবেন, তা নিয়ে জল্পনা চলেছিল। শেষপর্যন্ত নন্দিনীর নামেই সিলমোহর পড়ল এদিন।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কনকদুর্গা মন্দিরে পর্যটকের ঢল

প্রতিবেদন : বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের আমেজে ঝাড়গ্রামে পর্যটকদের ঢল নেমেছে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে শুধু কনকদুর্গা মন্দিরেই ৫০ হাজারের বেশি পর্যটক এসেছেন বলে খবর। সত্যিই রেকর্ড। শনিবারও পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ল মন্দিরে। পর্যটকদের কথা ভেবে এলাকাবাসী ডুলুং নদীর ধারে অস্থায়ী দোকান তৈরি করেছেন। ফলে পর্যটনের এই ভরা মরশুমে আয় বাড়ছে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের। ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল বলেন, কনকদুর্গা মন্দির দেখতে প্রচুর পর্যটক আসছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মন্দির প্রাঙ্গণ ঢেলে সেজেছে। আগামীতে জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলি নিয়ে নানা পরিকল্পনা রয়েছে প্রশাসনের। মন্দিরে আসা পর্যটকদের কথায়, ভালই সাজানো হয়েছে মন্দির। সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্দিরের খবর অনেকেই জেনে দেখতে আসছেন। চিক্কিগড়ের ডুলুং নদীর ধারে প্রায় ৬০ একর জঙ্গল এলাকার মধ্যে শতাব্দীপ্রাচীন কনকদুর্গা মন্দিরের অবস্থান। বাম আমলে মন্দিরটির পরিকাঠামো একেবারে ভেঙে পড়ে। ২০০৭-এর পর মাওবাদী আন্দোলনের জেরে মন্দিরে

পর্যটকদের দেখাই মিলত না। সরকার বদলের পর পরিস্থিতি বদলায়। বছরখানেক আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। তিনি মন্দির পরিদর্শন করে দু'কোটি টাকা বরাদ্দ করেন সংস্কারের জন্য। প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখেই পরিকাঠামোগত বদল ঘটে মন্দিরের। মন্দিরে প্রবেশপথের আগে তৈরি হয় বিশাল গেট। জঙ্গল ঘেঁষে দর্শনার্থীদের জন্য তৈরি হয় বসার জায়গা। তৈরি হয়েছে গেস্ট হাউস। মন্দিরের চারপাশ বাঁধানোও হয়। মন্দির চত্বরে গড়ে তোলা হয় শিশুউদ্যান। পাশেই বিশাল জায়গা জুড়ে পার্কিং ও শৌচাগারের ব্যবস্থা হয়। পাশের প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরটিরও সংস্কার হয়েছে। মন্দির কমিটির এক সদস্য বলেন, এবার শুধু বড়দিনেই ১০ হাজারের বেশি মানুষ এসেছিলেন। তার আগের দুদিনেও ২০ হাজার মানুষ আসেন মন্দির দর্শনে। মন্দির সংলগ্ন ডুলুং নদীর ধারে দোকান দেওয়া এক বিক্রেতা জানান, ভাল বিক্রি হচ্ছে। মন্দির দেখা ছাড়াও বহু মানুষ পিকনিক করতেও আসছেন। ফলে ব্যবসা বাড়ছে। এলাকায় অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটছে। এলাকার ছোট ব্যবসায়ীরা মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, তাঁর উদ্যোগেই দীর্ঘদিন পর কনকদুর্গা মন্দিরের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব হতে পেরেছে।

অঙ্কনে বিশ্বসেরা

প্রতিবেদন : আলেকজান্ডার পুশকিনের ২২৪ জন্মবর্ষ উপলক্ষে রাশিয়ার ওরেনবার্গ মিউজিয়ামে আয়োজিত আন্তর্জাতিক চিত্রকলা প্রতিযোগিতা থেকে শিশুবিভাগের চূড়ান্ত স্তরে ১৪ দেশের তিনশোর বেশি শিল্পকর্মকে পিছনে ফেলে সেরার পুরস্কার জিতল শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বারাসত আকাদেমি অফ কালচারের ছাত্রী মগরাহাটের প্রত্যন্ত গ্রামের ৭ বছরের মনিরা খাতুন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বছর শেষেও এজেন্সির 'রাজনৈতিক তৎপরতা' অব্যাহত। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে ফের ডেকে পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। জমি দুর্নীতির মামলায় এই নিয়ে সপ্তমবার তাঁকে ডেকে পাঠাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দমতো জায়গায় গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ হতে পারে বলে প্রস্তাব এজেন্সির।

দিল্লি দরবার

1 January, 2024 • Monday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

করোনা-কাঁটা দিয়েই শুরু নতুন বছর

প্রতিবেদন : নতুন বছর শুরু হচ্ছে করোনার অস্বস্তি নিয়েই। বারবার সতর্ক করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। শীতের আবহাওয়া ও উৎসবের মরশুমে চোখ রাঙাচ্ছে কোভিডের নয়া ভ্যারিয়েন্ট জেএন.১। রবিবার

একদিনে দেশে কোভিড আক্রান্ত ৮৪১

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে দেওয়া তথ্য ও পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৮৪১। সাড়ে সাত মাসের মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ সংক্রমণ।

নতুন সাব-ভ্যারিয়েন্ট জেএন১. মারাত্মক না হলেও সংক্রামক তো বটেই। শনিবার প্রায় ৭৫০ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন। একদিনে সেই রেকর্ড ছাপিয়ে গেল। গত ২৪ ঘণ্টায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। এখনও পর্যন্ত দেশে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৬১। বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই সাব-ভ্যারিয়েন্টের ধাক্কায় বিশ্বজুড়ে দেখা দিতে পারে হৃদরোগের মহামারী। এমনকী হতে পারে স্ট্রোকও। নতুন করে বাড়তে শুরু করেছে অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যাও। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দিল্লি ও মহারাষ্ট্র নিয়েও চিন্তায় চিকিৎসকরা। দেশ জুড়ে ১৬০ জনের বেশি রোগীর দেহে মিলেছে নয়া ভ্যারিয়েন্ট। চলতি মাসেই সংখ্যাটা ১৪৩। মারণ ভাইরাসের নয়া উপরূপের বাড়বাড়ন্ত রুখতে কী পদক্ষেপ করে কেন্দ্রীয় সরকার এখন সেটাই দেখার।

যৌননিগ্রহের পর দলিত কিশোরীকে ফেলা হল গরম তেলের কড়াইয়ে!

যোগীরাজ্যে নৃশংস কাণ্ড

প্রতিবেদন : একদিকে যখন গোটা উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন ব্যস্ত রামমন্দির সাজাতে, তখনই চরম অসুরক্ষিত এই বিজেপি রাজ্যের মহিলারা। চরম নৃশংসতার ছবি ধরা পড়ল উত্তরপ্রদেশের বাঘপতে। যৌননিগ্রহ থেকে বাঁচতে চাওয়ায় গরম তেলের কড়াইতে ফেলে দেওয়া হল এক কিশোরীকে। অভিযোগ পেয়ে শেষপর্যন্ত পুলিশ তিন অপরাধীকে গ্রেফতার করে। তবে তার পরেও যোগীরাজ্যের আইনশৃঙ্খলা আর নারীর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে।

জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের বাঘপতে একটি তেলের মিলে কাজ করত বছর ১৮-র কিশোরী। সে দলিত সম্প্রদায়ের। সেখানেই বুধবার বিকালের দিকে মিলের মালিক ও তার দুই সাগরেদ যৌন নিগ্রহ করে দলিত কিশোরীকে। তাদের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করলে প্রথমে কিশোরীকে জাতপাত নিয়ে গালিগালাজ করা হয়। তারপর মিলের গরম তেলের কড়াইতে ফেলে পালায় তিন দুষ্কৃতী। মিলের অন্য কর্মীরা গিয়ে কিশোরীর বাড়িতে খবর দিলে পরিবারের লোক এসে তাঁকে উদ্ধার করে।

প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল ও পরে দিল্লির গুরু তেগ বাহাদুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কিশোরীকে। তাঁর হাত-পা থেকে শরীরের অর্ধেক পুড়ে গিয়েছে। বর্তমানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ওই অষ্টাদশী। এরপরই তার দাদা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ মিলমালিক সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে। তবে এই ঘটনাতেও শেষ পর্যন্ত বিচার পাবে কী না অষ্টাদশী তা এখনও প্রশ্নের মুখে। এর আগেও যোগীরাজ্যে নারী নিগ্রহের অপরাধী বা ধর্ষকরা গ্রেফতার হওয়ার পরও দলিত নারী বিচার পায়নি। উপরন্তু অপরাধীদেরই পাশে দাঁড়িয়েছে যোগী সরকার।

উদ্বোধনের আগেই রাম মন্দিরের নামে দুর্নীতি

প্রতিবেদন : রাম মন্দিরের উদ্বোধন ঘিরেও এবার বিজেপি রাজ্যে দুর্নীতির ছায়া! অভিযোগ, ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশে এক অসাধু চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। রাম মন্দিরের নামে চাঁদা তুলে লাখ লাখ চাকা লুট করে নিচ্ছে এই চক্র। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সতর্ক করলেও প্রশ্ন উঠছে, এধরনের কাজে কেন প্রশাসনিক নজরদারি ছিল না? আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার নবনির্মিত মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। অযোধ্যায় সেদিন বিশাল আয়োজন করা হয়েছে। ৮ হাজার বিশেষ অতিথি উপস্থিত থাকবেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে ভক্তদের বলা হয়েছে, রাম মন্দির নির্মাণের চাঁদা তোলার জন্য লুটেরাদের একটি দল কাজ চালাচ্ছে। অনলাইনে রাম মন্দিরের জন্য চাঁদা চাইছে।

রাম ভক্তদের একটি মেসেজ এর মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে কিউ আর কোড। রাম মন্দিরের জন্য সেই কোড স্ক্যান করে টাকা দিতে বলা হচ্ছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মুখপাত্র বিনোদ বনসল এই মর্মে জানান, 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং দিল্লি ও উত্তর প্রদেশ পুলিশ প্রধানকে জানানো হয়েছে সম্পূর্ণ বিষয়টি। রাম মন্দির তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট ছাড়া আর কারও রাম মন্দিরের জন্য টাকা তোলার কথা নয়।' সাধারণ মানুষকে এই নিয়ে সাবধান করা হচ্ছে। তবে মন্দির উদ্বোধনের আগেই এরকম দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় চরম অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবির।

চোরাচালানের দায়ে গ্রেফতার বিজেপি সাংসদের ভাই

প্রতিবেদন : সংসদে হামলাকারীদের ঢোকার পাস দেওয়া বিজেপি সাংসদের ভাই এবার গ্রেফতার চোরাচালানের অভিযোগে। দাদা ও ভাইয়ের পরপর কীর্তিতে বেজায় অস্বস্তিতে মোদির দল। কর্নাটকের বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সিমহার ভাই বিক্রম সিমহাকে এবার গ্রেফতার করেছে রাজ্যের পুলিশ। বিনা অনুমতিতে গাছ কাটা এবং কাঠ পাচারের অভিযোগ রয়েছে বিজেপি সাংসদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর, অন্তত ১২৬ গাছ কাটার অভিযোগ রয়েছে বিক্রমের বিরুদ্ধে। আর সেকারণেই তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে।

অভিযোগ, কর্নাটকের হাসান জেলায় কমপক্ষে ১২৬টি বড় বড় গাছ কেটেছেন বিক্রম। ওই গাছ কাটার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র তাঁর কাছে ছিল না। শুধু তাই নয়, গ্রামে বেআইনি কাঠ পাচারের অভিযোগও উঠেছে সাংসদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে। শনিবার বিক্রমকে গ্রেফতার করে বেঙ্গালুরু পুলিশের অপরাধ বিভাগের সংগঠিত ক্রাইম স্কোয়াড। পরে তাঁকে রাজ্যের বন দফতরের হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি বন দফতরের তরফেই বিক্রমের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে এফআইআর। তাদের দাবি, বন দফতরের অনুমতি ছাড়াই যথেচ্ছ ভাবে গাছ কেটেছেন বিক্রম। নিকটবর্তী নন্দগোন্ডানহল্লি গ্রামে সেই সব গাছের কাঠ পাচার করেছেন।

ওই গ্রামে সম্প্রতি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বন বিভাগের এক আধিকারিক। তাঁর নজরে আসে গোটা বিষয়টি। তিনিই এফআইআর দায়েরের জন্য উদ্যোগী হন। বিক্রমের দাদা প্রতাপ মাইসোরের সাংসদ। গত ১৩ ডিসেম্বর লোকসভায় যে দুই বহিরাগত যুবক ঢুকে পড়েছিলেন এবং রংবোমা দিয়ে হামলা চালান, তাঁদের অনুমতিপত্র দিয়েছিলেন এই প্রতাপই। যা নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে। এমনকি, লোকসভা থেকে প্রতাপের বহিষ্কার এবং সাংসদ পদ খারিজের দাবিও তুলেছেন তৃণমূল সহ বিরোধীরা।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী তৃণমূল কংগ্রেসের

(প্রথম পাতার পর)

১৯৯৮-এ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে যে দলটির পথচলা শুরু হয়েছিল সেই তৃণমূল কংগ্রেস আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বাংলার মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে পরপর তিনবার ক্ষমতায় এসেছে রাজ্যে। টানা তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বলেই মানুষ ভরসা রেখেছে তাঁর ওপরে। এবার তাঁকে মধ্যমণি করেই ইন্ডিয়া জোট দেশের বুক থেকে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারকে উপড়ে ফেলবে এই বিশ্বাস মানুষের। মানুষের সেই বিশ্বাসকেই বাস্তবে পরিণত করার শপথ নিতে হবে।

আজ দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে গোটা বাংলা জুড়ে জেলায় জেলায়, ব্লকে ব্লকে পালিত হবে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস। কলকাতায় তৃণমূল ভবনে সোমবার সকাল ১০টায় দলের পতাকা উত্তোলন করবেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। সেই সঙ্গে আরও একবার মনে করিয়ে দেবেন তৃণমূল কংগ্রেসের ইতিহাস। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কঠিন লড়াই-সংগ্রামের কাহিনি। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী সারা বাংলা জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি পালিত হবে। দলের সাংসদ-বিধায়ক-মন্ত্রী-সাংগঠনিক স্তরের সকলেই শামিল হবেন এই প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে। দলনেত্রী বার্তা দেবেন আগামীর।

শপথ, অঙ্গীকার, খুশির বর্ষবরণ

(প্রথম পাতার পর)

একটা উৎসবমুখর দিন উপহার দিয়েছে। সাবধানী পুলিশ নিরাপত্তায় খামতি রাখেনি কোনও। পার্ক স্ট্রিটে আড়াই হাজার পুলিশ নামিয়ে বেষ্টনী তৈরি করা, ছটি জোনে ভাগ করে পুলিশ আধিকারিকদের দায়িত্ব দিয়ে শহরের নিরাপত্তা বলবৎ রাখা— সব কাজে একশোয় একশো। সকাল থেকে সন্ধ্যা ইকো-পার্ক থেকে চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া থেকে সায়েন্স সিটি— সর্বত্রই ছিল পুলিশের কড়া নজরদারি। আবার সন্ধ্যা নামতেই পার্ক স্ট্রিটমুখী ভিড় সামলেছে কড়া হাতে। গাড়ি নিয়ন্ত্রণ থেকে নাকা চেকিং চলেছে সমানে। ওয়াচ টাওয়ার ও বহুতল থেকে দূরবিনে নজরদারিও চালানো হয়েছে। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা ঘটলেই দক্ষতার সঙ্গে তা সামাল দিয়েছে পুলিশ।

পুলিশের বজ্র আঁটুনির মধ্যেই বর্ষবরণের রাতে স্বল্প শীতের আমেজ গায়ে মেখেই বছর শেষের আনন্দ চেটেপুটে উপভোগ করেছে জনতা। শহর ও শহরতলি, এমনকী প্রত্যন্ত জেলা থেকে বহু মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছিলেন পার্ক স্ট্রিটে। বর্ষবরণের মুহূর্তটি বন্ধুবান্ধব, কাছের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেন তাঁরা। নির্মল আনন্দের মুহূর্ত ফ্রেমবন্দি করে রাখেন মনের মণিকোঠায়। তবে শুধু শহর কলকাতাতেই নয়, বাংলার বিভিন্ন জেলাতেও একইভাবে উন্মাদনায় ভাসতে দেখা গিয়েছে মানুষকে। পাহাড় থেকে সাগর মানুষ আনন্দ ভাগ করে নিয়েছেন এই বিশেষ দিনটিতে। এবার বর্ষবরণেও দেখা গিয়েছে দুই বাংলার মিলনমেলা। ইছামতী নদীতে নৌকাবিহারে মাততে

দেখা গিয়েছে এপার-ওপার বাংলার মানুষকে। সব মিলিয়ে নতুন আশা ও নতুন স্বপ্নে এগিয়ে যাওয়ার শপথ নিয়েই নতুন বর্ষ আগমনের সেলিব্রেশনে মেতেছে জনতা।

বাংলা তথা ভারতে নতুন বর্ষকে স্বাগত জামাতে রাত ১২টার প্রতীক্ষায় ছিলেন আমজনতা। ঘড়ির কাঁটায় রাত ১২টা বাজতেই নতুন বছরের আগমন ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছে আকাশ-বাতাস। তার আগেই কিন্তু নতুন বছরের সেলিব্রেশন সেরে ফেলেছে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলি। কারণ সেখানে নতুন সূর্য ওঠে আমাদের দেশের অনেক আগে। বিশ্বের প্রথম নিউ ইয়ার সেলিব্রেট করে প্যাসিফিক আইসল্যান্ড অফ টোঙ্গা। তেমনই আমাদের দেশের অরুণাচল প্রদেশের লোহিত জেলার ছোট্ট গ্রাম ডং-এ প্রথম সূর্যোদয় হয়।

বাংলা দিবস, রাজ্য সঙ্গীত

(প্রথম পাতার পর)

সেই কমিটির বৈঠকে পয়লা বৈশাখকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে পালন করার সুপারিশ করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু...' গানটিকে 'রাজ্য সঙ্গীত' করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রস্তাব পাশ হয় বিধানসভাতে।

দেশ বিদেশ

1 January, 2024 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জম্মু-কাশ্মীরের সংগঠন তেহরিক-ই-হুরিয়তকে বেআইনি সংগঠন বলে রবিবার ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই সংগঠনের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারায় মামলায় দায়ের হয়েছে। শাহর অভিযোগ, জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছিল সংগঠনটি

ফের ৪ জনকে ফাঁসি দিল ইরান

প্রতিবেদন : আবার ফাঁসি ইরানে। তিন পুরুষ ও এক মহিলাকে দেশদ্রোহের অভিযোগে ফাঁসি দিয়েছে ইরানের মৌলবাদী সরকার। ইজরায়েলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের হয়ে কাজ করার অভিযোগ এনে এক মহিলা-সহ চারজনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে ইরান প্রশাসন। তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সময়ও দেওয়া হয়নি। শুক্রবার এই তথ্য প্রকাশ্যে এনেছে ইরানের সংবাদ সংস্থা 'মিজান'। যে চারজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তারা হলেন, বাফা হানারেহ, আরাম ওমারি, রহমান পারহাজো ও নাসিম নামাজি। ইরানের অভিযোগ, এই চারজন ইজরায়েলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ইরানের পশ্চিম আজারবাইজান প্রদেশের বিচার বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নাসের আতাবাতি জানিয়েছেন, সাজাপ্রাপ্ত চারজন ইরানের গোপন তথ্য ফাঁস করার চুক্তিতে ইজরায়েলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের থেকে অর্থসংগ্রহ করেছেন। মোসাদ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কলে তাদের যোগাযোগ হত বলে অভিযোগ। তাঁরা নিজ প্রদেশের পাশাপাশি তেহরান এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় হরমুজগান প্রদেশে নাশকতামূলক তৎপরতা চালায় বলেও অভিযোগ ইরান সরকারের। এই অপরাধে ২০২২ সালের অক্টোবরে তাঁদের আটক করা হয়। কার্যত একতরফা বিচারে তাদের ফাঁসির সাজা শোনানো হয় এবং তা দ্রুত কার্যকর করা হয়।

প্রসঙ্গত, ইজরায়েলকে আদৌ স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি দেয় না ইরান। দুই দেশ দীর্ঘদিন ধরে একে অপরের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সিস্তান-বেলুচিস্তানে মোসাদের হয়ে কাজ করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এর আগে, ২০২২ সালের ডিসেম্বরে চারজনকে ফাঁসি দেয় ইরান। তাদের ইজরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মানবাধিকার সংস্থা ইরান হিউম্যান রাইটাস গ্রুপ জানায়, চলতি বছর ইরানে ছ'শতাধিক মানুষের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। গত আট বছরের মধ্যে এটি সর্বোচ্চ। এর আগে ২০১৫ সালে ইরানে ৯৭২ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরা করা হয়।

স্বাগত ২০২৪। আতশবাজির বর্ণিল সমারোহ নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে

■ অকল্যান্ডের কেন্দ্রস্থলে নতুন বর্ষবরণ উৎসব। রবিবার ভারতীয় সময় বিকেলেই মধ্যরাত পেরোলো এই শহর। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সময়ের তারতম্যের কারণে নতুন বছরকে সবার আগে বরণ করার সুযোগ পায় এমন দেশগুলির অন্যতম নিউজিল্যান্ড। এর মধ্যে নিউজিল্যান্ডের নর্থ আইল্যান্ডের শহর অকল্যান্ডের সুযোগ আসে সবার আগে। যদিও বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে নববর্ষ শুরু হয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ কিরিবাতিতে।

ভোটের মুখে ধাক্কা ইমরানের

প্রতিবেদন : ২০২৪ সালে পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। যার জেরে পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোর ও মিয়ানওয়ালি শহরের আসন দুটি থেকে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না তিনি। শনিবার আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা এই তথ্য জানিয়েছেন। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি, পাকিস্তানের নির্বাচনকে সামনে রেখে ইমরান লাহোরের এনএ-১২২ ও মিয়ানওয়ালির এনএ-৮৯ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। সেই মনোনয়নপত্রই বাতিল হয়ে গেল।

জেলবন্দি ইমরানের মনোনয়নপত্র বাতিল প্রসঙ্গে জানানো হয়েছে, এনএ-১২২ আসনটিতে ইমরানের মনোনয়নপত্র নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ তোলেন পিএমএল-এন নেতা মিয়াঁ নাসের। তাঁর অভিযোগ, ইমরানের পক্ষে যিনি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন তিনি এই আসনের ভোটারই নন। পাশাপাশি বর্তমানে জেলের সাজা খাটছেন ইমরান, সেই কারণেও নির্বাচনে অযোগ্য তিনি। তবে আদিয়ালা কারাগারে বন্দি ইমরানের মনোনয়নপত্রের সত্যতা যাচাই করেননি কারাগারের প্রধান। এইসব অভিযোগের ভিত্তিতেই নির্বাচন কমিশন ইমরান খানের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে বলে খবর। তবে নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত আদালতে আবেদন করতে পারবেন ইমরান। আবেদনের ভিত্তিতে ১০ জানুয়ারির মধ্যে সিদ্ধান্ত নেবে আদালত।

গত অগাস্টে জেলবন্দি হন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তোশাখানা মামলার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। প্রধানমন্ত্রী পদে থাকাকালীন রাষ্ট্রপ্রাপ্ত উপহার বিক্রি করে দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

ভোটের আগে তেল নিয়ে জল মাপছে মোদি সরকার

প্রতিবেদন : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম কমেছে প্রায় ২ শতাংশ। ব্যারেল প্রতি ব্রেন্ড ক্রুড অয়েল বিক্রি হচ্ছে কমবেশি ৭৯ ডলারে এবং ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড অয়েল বিক্রি হয়েছে ৭৫ ডলারের নিচে। এই পরিস্থিতিতে ভারতেও জ্বালানি তেলের দাম কমার দাবি জোরালো হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমলেও কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির কারণে তার সুফল থেকে বঞ্চিত দেশের আমজনতা। যদিও রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভা ভোটের দিকে নজর রেখেই আরও পরে অর্থাৎ একদম ভোটের মুখে দাম কমাবে মোদি সরকার। যাতে সেই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বিজেপির পক্ষে প্রচারে সুবিধা হয়।

অথচ এখনই আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমেছে। ২ শতাংশ কমে এখন ব্যারেল প্রতি দাম ৮০ ডলারের নিচে। এই পরিস্থিতি ভারতের বাজারেও জ্বালানি তেলের দাম কমার কথা। মৌখিকভাবে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। যদিও ভোটের মুখে দাম কমানোর ছক রয়েছে কেন্দ্রের। যে কোনও নির্বাচনের আগেই জ্বালানি তেল, রান্নার গ্যাসের দাম সাময়িকভাবে কমিয়ে ভোটারদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে বিজেপি। ভোটপর্ব মিটে গেলেই ফের বাড়ে দাম।

বিমানের পর এবার রাস্তায় আটকে ট্রেন

প্রতিবেদন : প্রথমে বিমান, তারপর ট্রেন! সোশ্যাল মিডিয়ায় রসিকতা, বিহারের রাস্তায় গাড়ি ছাড়া আর সবই চলছে।দুদিন আগেই মোতিহারির রাস্তায় এক ব্রিজের নিচে একটি বিমান আটকে গিয়ে হুলুস্থুলু কাণ্ড হয়। অসমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিমানটি। এবার সেই

যত কাণ্ড বিহারে!

বিহারেই রাস্তার উপর ট্রেনের আস্ত একটা কোচ আটকে গিয়ে বিরাট বিপত্তি হল। ভাঙা ট্রেনের কামরা ট্রাকে করে সরানোর সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। যদিও ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ভাগলপুর জংশন স্টেশন থেকে একটি বাতিল কামরা ট্রাকে করে উল্টা পুলের ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুলিশের অনুমান, সেই সময় ট্রাকটির ব্রেকফেল হয়ে যায়। ট্রেনের ভারে নিয়ন্ত্রণ হারায় ট্রাক। সেটি ব্রিজের রেলিংয়ে গিয়ে ধাক্কা মারলে ট্রেনের কামরাটি উল্টে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় উৎসাহী জনতার ব্যাপক ভিড় জমে যায়। গাড়ির রাস্তা ও ব্রিজ জুড়ে দাঁড়িয়ে যায় ট্রেনের কামরা। তবে এলাকায় সেই সময় তেমন মানুষ না থাকায় বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। ব্রিজ থেকে কোনওভাবে নিচে পড়ে গেলেও বড় বিপদ হতে পারত বলে জানাচ্ছেন স্থানীয়রা।

বারবার টার্গেট বাণিজ্যিক জাহাজ, আরবসাগরে বাড়তি নজরদারি

প্রতিবেদন : ভারতের জলপথে বারবার টার্গেট করা হচ্ছে বাণিজ্যিক জাহাজকে। ড্রোন হামলার লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে সেগুলি। দিনকয়েক আগে গুজরাত থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে ড্রোন হামলার শিকার হয়েছিল একটি জাহাজ। জাহাজের নাম 'এমভি কেম প্লুটো'। সেই জাহাজ যখন ভারতীয় বন্দরে এসে পৌঁছয় তাতে ড্রোন হামলার চিহ্ন দেখা যায়। এর পাশাপাশি কিছুদিন আগে ভারতগামী এক জাহাজ অপহরণ করেছিল ইয়েমেনের হুথি জঙ্গিগোষ্ঠী। সম্প্রতি আবার আরব সাগরে সোমালি জলদস্যুদের কবলে পড়ে একটি পণ্যবাহী জাহাজ। গত ২৩ ডিসেম্বর ভারতগামী একটি ট্যাঙ্কার জাহাজ ড্রোন হামলার শিকার হয়।

লোহিত সাগর, ইডেন উপসাগর এবং উত্তর-মধ্য বঙ্গোপসাগরে

জানাল নৌসেনা

বাণিজ্যিক জাহাজের উপর একাধিক ড্রোন হামলার ঘটনার পর উত্তর ও মধ্য আরব সাগরে নজরদারি আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল ভারত। রবিবার নৌসেনার তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ঘটলে যাতে বাণিজ্যিক

জাহাজগুলিকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া যায় সেজন্য বেশ কিছু রণতরী পাঠানো হয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে লোহিত সাগর, ইডেন উপসাগর এবং উত্তর-মধ্য আরব সাগরের আন্তর্জাতিক জলপথে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি ক্রমশ বেড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে এই আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হয়েছে।

ভারতের বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকার কাছে ড্রোন হামলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন কেন্দ্র। আরব সাগর তো বটেই, নজরদারি বাড়িয়ে ভারত মহাসাগরকেও এজন্য সুরক্ষিত রাখতে চাইছে নৌসেনা। রণতরীর পাশাপাশি আকাশপথেও নজরদারি চালানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের পর থেকে লোহিত সাগরে ড্রোন হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুমান, এইসব হামলার নেপথ্যে রয়েছে ইরান সমর্থিত হুথি-গোষ্ঠী। তারা জানিয়েছে, ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হামাসের পক্ষে রয়েছে তারা। সে কারণে ইজরায়েলর সঙ্গে যোগ রয়েছে এমন বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে এধরনের হামলা চলতেই থাকবে। ভারতের ইজরায়েলমুখী অবস্থানে তাই চাপ আরও বেড়েছে। এই হুমকি লঘুভাবে না নিয়ে আগাম সুরক্ষার বন্দোবস্ত করতে চায় ভারতীয় নৌসেনা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্প্রতি সবং শহিদ স্মৃতি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় কবিতা কথা উৎসব। আয়োজনে কবিতা কথা কালচারাল অ্যাকাডেমি। উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্টরা

খোলা হাওয়া

স্বর সম্রাট ফেস্টিভ্যাল

» এগারো বছরে পা দিল স্বর সম্রাট ফেস্টিভ্যাল। ১৫-১৭ ডিসেম্বর নজরুল মঞ্চে বসেছিল এই উৎসবের আসর। সরোদবাদক পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার এবং তাঁর পরিবার ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করে আসছেন। দায়িত্বে আছে শ্রী রঞ্জনী ফাউন্ডেশন। এই বছর দেশের তাবড় তাবড় শিল্পীরা এসেছিলেন। প্রথমবার কলকাতায় অনুষ্ঠান পরিবেশন করলেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী রাহুল দেশপান্ডে। প্রথম দিনে তবলা বাদক পণ্ডিত সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের একক অনুষ্ঠান ছিল অনবদ্য। এ ছাড়াও বিদুষী এন রাজম এবং বিদুষী সঙ্গীতা শঙ্করের ভায়োলিন-যুগলবন্দি ছিল মনে রাখার মতো। তবলায় সঙ্গত করেন পণ্ডিত কুমার বোস। দ্বিতীয় দিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ওস্তাদ শাহিদ পারভেজের সেতারবাদন। কলকাতার শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর বাজনা শুনেছেন। এই বছর জীবনকৃতি পুরস্কার দেওয়া হয় বর্ষীয়ান সঙ্গীতশিল্পী সঙ্গীতাচার্য অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পুরস্কার গ্রহণের পর তিনি অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। সরোদবাদক পণ্ডিত দেবজ্যোতি বোস এবং তবলা মায়েস্ত্র পণ্ডিত স্বপন চৌধুরীর যুগলবন্দিও দ্বিতীয় দিনে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। ওই দিন পণ্ডিত কুমার বোসের আত্মজীবনী 'তবলাওয়ালা'র প্রচ্ছদ উন্মোচিত হয়। শেষদিনের মূল আকর্ষণ ছিল ওস্তাদ জাকির হোসেন। রাগ যোগ দিয়ে শুরু করলেন। শেষ করলেন মহাদেবের ডমরু এবং শঙ্খের ধ্বনি শুনিয়ে। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার, পণ্ডিত তন্ময় বোস, পণ্ডিত সমর সাহা, নৃত্যশিল্পী অলকানন্দা রায় প্রমুখ।

হারবার জ্যাম উৎসব

» ঐতিহাসিক শহর ডায়মন্ড হারবারের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও কুটির শিল্পকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে দু-দিনের 'হারবার জ্যাম' উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল নুনগোলা ডায়মন্ড ক্লাবের মাঠে। সাম্প্রতিক সময়ের তরুণ মিউজিশিয়ান, চিত্রশিল্পী, কবি-সাহিত্যিকরা অংশ নিয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানে। উৎসব প্রাঙ্গণে হস্ত ও কুটির শিল্পের পাশাপাশি ছিল সুন্দরবনের মধু, বেতের তৈরি নানা সামগ্রী, তাঁতের কাজ, পোড়া মাটির সামগ্রী-সহ একাধিক স্টল। সুন্দরবন ও উপকূলের জলবায়ু পরিবর্তন, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং বন্যপ্রাণ আইন নিয়ে আলোচনা শিবির এবং সাহিত্য সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া শহরের ২০ জন ফটোগ্রাফারের ছবি নিয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনীও আয়োজিত হয়। পঞ্চমবর্ষের এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন বর্ষীয়ান শিল্পী কানাই দাস বাউল ও তপন তপাদার এবং তৈশি নন্দী, সায়ন সিংহ (বাবুই), সার্বিক গুহ, প্রশান্ত দে, মানু দে, সৌরকান্তি ভট্টাচার্য, অভিজিৎ সরকার, রফিক উল ইসলাম, সৌমিত বসু প্রমুখ। ২০১৮ সালে ডায়মন্ড হারবারের পাঁচ তরুণ শিল্পী সুমন, শাম্ব, অনীক, শুদ্ধসত্ত্ব ও মৈনাকের হাত ধরে পথ-চলা শুরু করেছিল হারবার জ্যাম।

সাহিত্য সম্মেলন

» সম্প্রতি কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল সভাঘরে অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্য সম্মেলন। বর্ষসেরা লেখক সম্মান দেওয়া হয় কথাসাহিত্যে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমর মিত্র এবং কবিতায় কালিদাস ভদ্র ও শুভ দাশগুপ্তকে। অনুষ্ঠানে তুষার সাহিত্য পরিবারের বার্ষিক পত্রিকা অক্ষর মিছিল প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও প্রকাশিত হয় কালিদাস ভদ্র ও সুলেখা বিশ্বাস সম্পাদিত 'আঞ্চলিক ভাষার আবৃত্তির কবিতা' ও 'আরও ভূত আরও ভয়'। প্রকাশ করেন শুভ দাশগুপ্ত।

শিশু-কিশোর উৎসব

» ২৮ ডিসেম্বর কসবা উদয়শঙ্কর মুক্তমঞ্চে বৈখরী সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত হয় শিশু-কিশোর উৎসব 'গোল্লাছুট'। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পৌরমাতা লিপিকা মান্না, সৌম্যেন বসু, অয়ন্তিকা ঘোষ, নীলাচল চট্টরাজ, নির্মল করণ প্রমুখ। পরিবেশিত হয় ছোটদের একক এবং সম্মেলক আবৃত্তি। বিশেষ আকর্ষণ ছিল কথা-বলা পুতুল, ম্যাজিক, ক্যুইজ এবং কয়েকজন বহুরূপীর উপস্থিতি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তাপস চৌধুরী।

দ্বীপাঞ্চল কবিতা উৎসব

» ১৭ ডিসেম্বর, ভাটোরায় দুমুঠো পাগল ধান পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত হয় ৭ম বর্ষ দ্বীপাঞ্চল কবিতা উৎসব। সেইসঙ্গে আয়োজিত হয় রক্তদান শিবির। সবাইকে স্বাগত জানান সম্পাদক নির্মল কর। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্য-গবেষক ড. রমেশ মুখোপাধ্যায়। ছিলেন বিধায়ক সুকান্ত পাল, সাতকর্ণী ঘোষ প্রমুখ। সম্মানিত করা হয় বাপি ঠাকুর চক্রবর্তী, অশোক অধিকারী, অমল কর, অম্লান সাঁতরা, তাপস ঘোষ প্রমুখকে। পরিবেশিত হয় গান ও আবৃত্তি। কবিতাপাঠ করেন আমন্ত্রিত কবিরা। প্রকাশিত হয় পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা।

গ্রাম কৃষ্টি উৎসব

» ২৩-২৯ ডিসেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় গ্রাম কৃষ্টি উৎসব। বছর শেষে শহরের বুকে বসেছিল এক টুকরো গ্রামীণ হাট। পশরা সাজিয়ে বসেছিলেন বিভিন্ন জেলার হস্তশিল্পীরা। ছিল খাবারের স্টলও। প্রতিদিন আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। লোকপ্রসার প্রকল্পের শিল্পীদের অংশগ্রহণে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। আয়োজনে কলকাতা প্রেস ক্লাব। সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। কবি প্রসূন ভৌমিক জানান, সফল হয়েছে এই আয়োজন। প্রতিদিন উপস্থিত থেকেছেন বহু মানুষ। অনুষ্ঠান উপভোগের পাশাপাশি তাঁরা হাসি মুখে কেনাকাটা করেছেন।

স্মরণে নীরেন্দ্রনাথ

» ২৫ ডিসেম্বর ছিল কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রয়াণদিবস। ২৬ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। আয়োজনে পুরাশ সারঙ্গ। সহযোগিতায় কলকাতার যিশু। উপস্থিত ছিলেন সুবোধ সরকার, সুজিত সরকার, সম্রাট দত্ত। তাঁরা নীরেন্দ্রনাথের ব্যক্তি-জীবন ও কবি-জীবনের উপর আলোকপাত করেন। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি। সঞ্চালনায় ছিলেন চন্দন মজুমদার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাতকর্ণী ঘোষ।

শিক্ষামূলক ভ্রমণে মজে ছাত্র-ছাত্রীরা

» দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট ২ ব্লক ও সুন্দরবনের মতো প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ৩৫০ ছাত্রছাত্রী ঘুরে এল কলকাতার বিজ্ঞানকেন্দ্রে। বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর পাশাপাশি পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষামূলক এই ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিল এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান কেন্দ্রে এসে বিভিন্ন শো ও বিজ্ঞান বিষয়ে নানা প্রদর্শনী দেখে নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর কাজ করেছে। উল্লেখ্য, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ক্রাইয়ের সহযোগিতায় মগরাহাট-২ ও পাথরপ্রতিমা ব্লকে দেড় হাজার ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে 'স্টেম' লার্নিং সেন্টার পরিচালনা করছে কাজলা জনকল্যাণ সমিতি। সেন্টারগুলোতে বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দান করেন অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী। ১৪ থেকে ১৯ বছর বয়সি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সবুজ বাহিনী গঠন করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান, গণিত শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। আর সেজন্য প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিল কাজলা জনকল্যাণ সমিতি। এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে নাবালিকা বিয়ে রুখে রাজ্য সরকারের 'বীরাঙ্গনা' সম্মানে ভূষিত হয়েছে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রী রাজশ্রী বণিক।

মাঠে ময়দানে

1 January, 2024 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

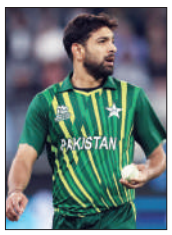

নিয়মরক্ষার সিডনি টেস্টে পাকিস্তান দলে যোগ দিলেন বিগ ব্যাশে ব্যস্ত থাকা হ্যারিস রউফ

মেসি খেলা ছাড়লেই আর্জেন্টিনা ১০ নম্বর জার্সি অবসরে পাঠাবে

বুয়েনস আইরেস, ৩১ ডিসেম্বর : দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনার মৃত্যুর পরেও চেষ্টা হয়েছিল যাতে আর্জেন্টিনার ফুটবল থেকে চিরকালের জন্য তুলে দেওয়া যায় ১০ নম্বর জর্সি। তবে সেটা সম্ভব হয়নি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো সেই অবসরেই যাচ্ছে নিল-সাদা ১০ নম্বর জার্সি।

দেশজুড়ে এমন একটা দাবি আবার ফিরেছে। এবার এই আওয়াজ বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা অধিনায়ক লিওনেল মেসির জন্য। কিংবদন্তি মারাদোনার মতো তিনিও ১০ নম্বর জার্সি পরেই খেলেন। মারাদোনা যদি আর্জেন্টিনা ভক্তদের আবেগ হন, তাহলে মেসি তাদের নয়নের মনি। মারাদোনা যেমন অধিনায়ক হিসাবে এই জার্সি পরে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ এনে দিয়েছিলেন, তেমনই একই ঘটনা ঘটিয়েছেন জাদুকর মেসি।

মারাদোনার মৃত্যুর পর আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জুলিও গ্রোনদোনা ও অন্যেরা ১০ নম্বর জার্সিকে বিদায় জানানোর কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু তখন আপত্তি জানিয়েছিল ফিফা। তাদের বক্তব্য ছিল, বিশ্বকাপসহ শীর্ষ স্থানীয় সব টুর্নামেন্টে সমস্ত দলকে ১ থেকে ২৩ নম্বর পর্যন্ত জার্সির ব্যাবস্থা রাখতে হবে। এরপর এরিয়েল ওর্তেগা পেরুর বিরুদ্ধে ১০ নম্বর পরে মাঠে নেমেছিলেন। তবে তারপর থেকে এই জার্সি উঠে যায় মেসির গায়ে।

মেসি দুনিয়ার সেরা ফুটবলার হিসেবে স্বীকৃত। দেশকে বিশ্বকাপ এনে দেওয়া ছাড়াও এবারই ব্যালন ডি'অর জিতেছেন। আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ক্লদিও 'চিকুই' তাপিয়া বলেছেন, মেসি অবসর নেওয়ার পর ১০ নম্বর জার্সিকে তাঁরা অবসরে পাঠাতে পারেন। তাঁর কথায়, মেসি অবসর নিলে আমরা আর কাউকে ১০ নম্বর জার্সি পরতে দেব না। ওর সম্মানে এই জার্সি চিরতরে অবসরে যাবে। আমরা অন্তত এটুকু করতে পারি। দেশের হয়ে ১৮০টি ম্যাচে মেসি ১০৬টি গোল করেছেন। তিনি বর্তমানে ইন্টার মায়ামিতে খেলছেন।

ভারত-পাক ম্যাচের ভেনু বিশ বাঁও জলে

আমেরিকায় টি-২০ বিশ্বকাপ

এই মাঠেই স্টেডিয়াম তৈরি হওয়ার কথা।

নিউ ইয়র্ক, ৩১ ডিসেম্বর : টি-২০ বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি আর মাত্র ছয় মাস। অথচ বহুচর্চিত ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের ভেনুতে নতুন স্টেডিয়াম শুরুর কাজ এখনও শুরুই হয়নি!

এই ম্যাচের জন্য নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরের আইজেনহাওয়ার পার্কে একটি নতুন স্টেডিয়াম তৈরি করার কথা ছিল। প্রায় ৯৩০ একর এলাকা জুড়ে এই স্টেডিয়াম তৈরি হবে বলে জানিয়েছিল আইসিসি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই স্টেডিয়াম শুরুর কাজ শুরুর কোনও লক্ষণই নেই! উল্টে সেখানে স্থানীয় মানুষ সকাল ও সন্ধেবেলায় পোষ্যদের নিয়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শিশুরা খেলা করছে। এমনকী, পিকনিকও হচ্ছে। বিশ্বকাপের মতো এতবড় টুর্নামেন্টের আগে এই পরিস্থিতিতে রীতিমতো চাপে আইসিসি।

প্রস্তুতি শুরু, সাহসী ফুটবল চান স্টিমাচ

ফিটনেস ট্রেনিং ভারতীয় দলের। রবিবার দোহায়।

প্রতিবেদন : কিংস কাপে হারের পর ইগর স্টিমাচ বিরক্তির সঙ্গে জানিয়েছিলেন, যা চেয়েছিলেন তা পাননি। তাই মাত্র ১৩ দিনের প্রস্তুতিতে এশিয়ান কাপে ভাল ফলের আশা করবেন না। বরং ২০২৬ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছনোই তাঁর লক্ষ্য। এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলতে কাতার পৌঁছনোর পর সুনীল ছেত্রীদের ক্রোয়েশীয় কোচ আরও একবার তাঁর লক্ষ্য স্পষ্ট করে দিলেন।

দোহা পৌঁছনোর পর রবিবার সেখানে প্রস্তুতিও শুরু করে দিলেন সুনীলরা। ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠকে স্টিমাচ জানিয়ে দেন, শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই কঠিন হলেও দল ভয়ডরহীন ফুটবল খেলবে। ফুটবলারদের তাঁর পরামর্শ, ফলাফল চিন্তা না করে মাঠে গিয়ে লড়াই করতে হবে। স্টিমাচ বলেছেন, ''গ্রুপে আমরা বহিরাগতদের র‍্যাঙ্কে। উজবেকিস্তান ডার্ক হর্স এবং দুর্দান্ত টিম। শারীরিকভাবে ওদের খেলোয়াড়রা সমস্যা তৈরি করতে পারে। সর্বোচ্চ স্তরের ফুটবলে নিয়মিত খেলে অস্ট্রেলিয়া। আমরা সবাই জানি, ওরা বিশ্বকাপও নিয়মিত খেলে। গ্রুপ পর্বে ওরাই সবার আগে থাকবে। গত এশিয়ান কাপের থেকে এবারের গ্রুপ অনেক শক্তিশালী। ফলাফল নিয়ে আমি খেলোয়াড়দের উপর চাপ দিতে চাই না। যত শক্ত প্রতিপক্ষই হোক, আমরা ভয়ডরহীন ফুটবল খেলার চেষ্টা করব। ছেলেদের বলতে চাই, চার বছর ছাড়া এশিয়ান কাপ খেলার সুযোগ পাওয়া যায়। টুর্নামেন্ট উপভোগ করো এবং মাঠে নেমে লড়াই ছেড়ে দিও না। আমাদের আসল লক্ষ্য, বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা।'' ম্যাঞ্চেস্টার সিটির প্রাক্তন ফুটবলার ট্রেভর সিনক্লেয়ারকে এশিয়ান কাপের জন্য তাঁর কোচিং টিমে নিয়েছেন স্টিমাচ। অল্প সময়ে দলকে সেট পিসে যতটা সম্ভব নিখুঁত করাই লক্ষ্য। স্টিমাচ বলেছেন, ''সেট পিসে দলকে সাহায্য করবে ট্রেভর। ডেড বল থেকে গোল খাওয়া আটকানো এবং গোল করার উপর কাজ করব আমরা। আমরা খুব বেশি বল দখলে রাখতে পারব না। বেশি সুযোগও তৈরি করতে পারব না। কিন্তু যেটুকু পাব, সেগুলোই কাজে লাগাতে হবে। তারজন্য পরিষ্কার ধারণা রেখে ফিনিশিংয়ে নিখুঁত থাকতে হবে। একইসঙ্গে গোলরক্ষকদেরও আত্মবিশ্বাসী থেকে সেরাটা দিতে হবে। দলে মোহনবাগানের বেশ কয়েকজন ফুটবলার রয়েছে। ক্লাবের হয়ে শেষ কয়েকটি ম্যাচে ওরা ভাল করেনি। ওদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে হবে।''

নায়ক স্যান্টনার

■ **মাউন্ট মাউনগানুই :** বৃষ্টিবিঘ্নিত তৃতীয় টি-২০ ম্যাচ জিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজ ১-১ ড্র রাখল নিউজিল্যান্ড। ব্যাটে-বলে দারুণ পারফরম্যান্স করে ম্যাচের নায়ক কিউয়ি অলরাউন্ডার মিচেল স্যান্টনার। প্রসঙ্গত, সিরিজের প্রথম ম্যাচ বাংলাদেশ জিতেছিল। দ্বিতীয় ম্যাচ বৃষ্টির জন্য ভেস্তে যায়। রবিবার প্রথমে ব্যাট করে ১৯.২ ওভারে ১১০ রান অল আউট হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ। স্যান্টনার ১৬ রানে ৪ উইকেট দখল করেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৪৯ রান তুলতে না তুলতেই পাঁচ উইকেট হারিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। সেখান থেকে পাল্টা লড়াই শুরু করেন জেমস নিশাম (অপরাজিত ২৮) এবং স্যান্টনার (অপরাজিত ১৮)। ১৪.৪ ওভারে নিউজিল্যান্ডের রান যখন ৫ উইকেটে ৯৫, তখন বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে ১৭ রানে ম্যাচ জিতে নেয় কিউয়িরা।

■ **শেষ হল মন্তেসরি ও জয় থেরাপি টেবল টেনিস কোচিং শিবির। সিএলটিতে হওয়া ১৫ দিনের এই শিবিরে ৪ থেকে ৮ বছরের মোট ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। তাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন জাতীয় কোচ সৌরভ চক্রবর্তী। ছিলেন বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সচিব কমলেশ চট্টোপাধ্যায়।**

সুপার কাপে দল গড়তে সমস্যায় মোহনবাগান

প্রতিবেদন : এশিয়ান কাপের সময় জানুয়ারির ৯ তারিখ থেকে শুরু সুপার কাপ। জাতীয় দলের হয়ে এশিয়ান কাপ খেলতে গিয়েছেন মোহনবাগানের সাতজন ফুটবলার। মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসো, অনিরুদ্ধ থাপা, শুভাশিস বোসরা না থাকায় সেরা দল নিয়ে ভুবনেশ্বরে সুপার কাপ প্রতিযোগিতায় নামতে পারবে না সবুজ-মেরুন। আইএসএলে হারের হ্যাটট্রিক করে ফেলা বাগানের স্প্যানিশ কোচ জুয়ান ফেরান্দোর উপর এমনিতেই চাপ বাড়ছে। সুপার কাপে ডার্বি খেলতে হবে। তাই অগ্নিপরীক্ষা জুয়ানের।

একটাই স্বস্তি, সুপার কাপে ফেডারেশন ছয় বিদেশি খেলানোর অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু লিস্টন, মনবীরদের অনুপস্থিতিতে মোহনবাগানের জুনিয়র দলের ফুটবলাররা সুযোগ কতটা কাজে লাগাতে পারেন, সেটাই দেখার। তুলনায় ইস্টবেঙ্গল কিছুটা ভাল জায়গায়। তাদের মাত্র দু'জন ফুটবলার নাওরেম মহেশ সিং ও লালচুংনুঙ্গা এশিয়ান কাপের দলে রয়েছেন। তাই বিদেশি-সহ পুরো ভারতীয় স্কোয়াডকেই পাবে কার্লেস কুয়াদ্রাতের দল।

মোহনবাগানের জন্য আরও একটা স্বস্তির খবর, দেশের সেরা ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি মিনার্ভা অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব শেষ করে বুধবার থেকে কলকাতায় দলের অনুশীলনে যোগ দিচ্ছেন। তবে সুপার কাপে খেলার জন্য এখনও ফিট নন তিনি।

রেফারিদের বক্তব্য শুনবে ফেডারেশন

প্রতিবেদন : বছরের শেষ দিন রবিবার আইএসএল ও আই লিগের রেফারিং নিয়ে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে বৈঠকে বসেছিলেন ফেডারেশনের শীর্ষকর্তারা। রেফারি কমিটির সদস্যরা ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের মুখ্য রেফারিং অফিসার ট্রেভর কেটল। বৈঠকের সিদ্ধান্ত সোমবার জানাবে এআইএফএফ। সূত্রের খবর, বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে সংশ্লিষ্ট রেফারিদের সঙ্গেও কথা বলতে পারে ফেডারেশন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কামব্যাকেও বক্স অফিস কাঁপাবেন ঋষভ পন্থ, বললেন নাসের হুসেন

মাঠে ময়দানে

1 January, 2024 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১ জানুয়ারি ২০২৪
সোমবার

৫৪ গোলে বছর শেষ রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ৩১ ডিসেম্বর : আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, গোলদাতাদের শীর্ষে থেকেই বছরটা শেষ করতে চলেছেন। তবে সেই গোলসংখ্যাটা আরও বাড়িয়ে নিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সৌদি প্রো লিগে আল নাসের ৪-১ গোলে হারিয়েছে প্রতিপক্ষ আল তাউনকে। দলের শেষ গোলটি করার সঙ্গে সঙ্গেই এই বছরে রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা বেড়ে হল ৫৪। আর কোনও ফুটবলার ২০২৩ সালে এত গোল করতে পারেননি। কাছাকাছি রয়েছেন পিএসজির কিলিয়ান এমবাপে ও বায়ার্ন মিউনিখের হ্যারি কেন। দু'জনেই করেছেন ৫২টি করে গোল।

৩৮ বছর বয়সেও গোলের পর গোল করে চলেছেন। তবে এখানেই থামতে রাজি নন রোনাল্ডো। পর্তুগিজ মহাতারকা ম্যাচের পর বলেন, ''আমি দারুণ খুশি। ব্যক্তিগত এবং দলীয়ভাবে বছরটা দুর্দান্ত কাটল। আমি নিজে অনেকগুলো গোল করেছি। ক্লাব ও দেশের জয়ে ইতিবাচক অবদান রেখেছি। নতুন বছরেও এই ফর্ম ধরে রাখতে চাই।''

বিপক্ষের মাঠে ১৩ মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিল আল নাসের। যদিও ২৬ মিনিটেই মার্সেলো ব্রজোভিচের গোলে ম্যাচে সমতা ফেরে। ৩৫ মিনিটে ২-১ করেন আয়মেরিক লাপোর্তে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা মিনিট পাঁচেক গড়াতে না গড়াতেই ওতাভিওর গোলে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল আল নাসের। রোনাল্ডোর গোল ম্যাচের একেবারে শেষ সময়ে। এই জয়ের সুবাদে ১৯ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে সৌদি লিগের দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছে আল নাসের। সমান ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আল হিলাল।

৩৮ বছর বয়সেও গোলের পর গোল করে চলেছেন রোনাল্ডো।

ইংল্যান্ডের ভারত সফর

স্টোকসদের পাশে দাঁড়ালেন ব্রড

লন্ডন, ৩১ ডিসেম্বর : ভারত সফরে বেন স্টোকসদের দেরি করে যাওয়াকে সমর্থন করলেন স্টুয়ার্ট ব্রড। তিনি বলেছেন, অধিনায়ক স্টোকস ও কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকুলাম মিলে যে পরিকল্পনা করেছেন সেটাই ঠিক। ২৫ জানুয়ারি প্রথম খেলা শুরু। তার তিনদিন আগে হায়দরাবাদ পৌঁছবে ইংল্যান্ড। যা দেখেশুনে প্রাক্তন ফাস্ট বোলার স্টিভ হার্মিসন বলেছিলেন, তিনি ০-৫ হার দেখতে পাচ্ছেন।

ব্রড নিজের কলাম-এ লিখেছেন, কোনও সফরে বেশি আগে গেলে ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ, নেট প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা, ট্র্যাভেল শিডিউল, এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। অন্যদের হাতে না ছেড়ে স্টোকস ও ম্যাকুলাম নিজেরাই এসব দেখছেন। অনেকে মনে করেন, আসন্ন সফর হল ইংল্যান্ডের বাজবল থিওরির আসল পরীক্ষা। উপমহাদেশের উইকেটেই পরীক্ষা হবে স্টোকসদের। ইংল্যান্ড বাজবলের ১৮টি টেস্টের মধ্যে জিতেছে ১৩টি টেস্টে। ২০২১-এ ভারতে এসে চেন্নাইতে প্রথম টেস্ট জেতার পর ইংল্যান্ড সিরিজ হেরেছিল ১-৩-এ।

ব্রডের আরও বক্তব্য, আমি দেখেছি অনেক জায়গায় শুধু বিকেলেই প্র্যাকটিস করা যায়। কারণ, তার আগে প্র্যাকটিস উইকেট ভেজা থাকে। আবুধাবিতে ইংল্যান্ড নিজেদের বাড়ির মতোই প্র্যাকটিসের সুযোগ পাবে। আর এটাই সফরের সেরা প্রস্তুতি হতে যাচ্ছে। ভারত সফরে ইংল্যান্ড পাঁচটি টেস্ট খেলবে হায়দরাবাদ, বিশাখাপত্তনম, রাজকোট, রাঁচি ও ধর্মশালায়। এই সফর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অঙ্গ। ব্রড নিজে ১৮ মাস ম্যাকুলামের কোচিংয়ে খেলেছেন। স্টোকসকেও চেনেন দীর্ঘদিন ধরে। তিনি মনে করেন, ৯টা থেকে ১টা পর্যন্ত কঠিন প্র্যাকটিসের পর বিকেলে গলফ খেলার মতো মুডে থাকবেন ইংল্যান্ড প্লেয়াররা। স্টোকস নিজে হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের পর এই সফরে অংশ নেবেন। তাঁর রিহ্যাবের কায়দা-কানুন দেখে ব্রড আশ্বস্ত হয়েছেন। তিনি এই সফরের কথা বলতে গিয়ে জো রুটের নামও করেছেন। তাঁর মতে, রুট স্রেফ পাঁচ মিনিটে বুঝে যান ইংল্যান্ড অধিনায়ক কি চাইছেন।

আবার হার, দুঃসময় চলছেই ম্যান ইউয়ের

আরও একটা হার। বিধ্বস্ত দুই ম্যান ইউ তারকা র‍্যাশফোর্ড ও ব্রুনো ফার্নান্ডেজ।

লন্ডন, ৩১ ডিসেম্বর : অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে জয় আশা উস্কে দিয়েছিল। কিন্তু পরের ম্যাচেই মুখ থুবড়ে পড়ল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। শনিবার রাতে প্রিমিয়ার লিগে লিগ টেবিলের নীচের দিকে থাকা নটিংহ্যাম ফরেস্টের কাছে ১-২ গোলে হেরে গেলেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ডরা। আর এই হারকে অবিশ্বাস্য বলে চিহ্নিত করেছেন ম্যান ইউ কোচ এরিক টেন হ্যাগ।

বিপক্ষের মাঠে শুরু থেকেই ছন্নছাড়া ফুটবল খেলেছেন র‍্যাশফোর্ডরা। বিরতির আগে কোনও পক্ষই গোল করতে পারেনি। যদিও ৬৪ মিনিটে নিকোলাস ডমিঙ্গোজের গোলে এগিয়ে যায় নটিংহ্যাম। ৭৮ মিনিটে র‍্যাশফোর্ডের গোলে ম্যাচে সমতা ফিরেছিল ঠিকই। কিন্তু চার মিনিটের মধ্যে নটিংহ্যামের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন মর্গ্যান গিবস-হোয়াইট। এই হারের সুবাদে ২০ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে লিগের সাত নম্বরে নামল ম্যান ইউ।

পরিসংখ্যান বলছে, ডিসেম্বর মাসে সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে আট ম্যাচ খেলে পাঁচটিতেই হেরেছে ম্যান ইউ। বিধ্বস্ত টেন হ্যাগ বলছেন, ''এই হার অবিশ্বাস্য। মেনে নেওয়া কঠিন। সত্যি বলতে কী, আমরা প্রথমার্ধেই ম্যাচটা হেরে গিয়েছি। বিরতির পর আমাদের খেলায় কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। তবে সেটা জেতার জন্য যথেষ্ট ছিল না।'' ম্যান ইউ কোচ আরও বলেন, ''ফুটবলারদের চোট-আঘাতই আমাদের খারাপ পারফরম্যান্সের অন্যতম কারণ। তবে জানুয়ারিতে অনেক ফুটবলারই ফিট হয়ে মাঠে ফিরবে। দলের পারফরম্যান্সও ভাল হবে।''

মেসিদের লিগে বিশ্বজয়ী লরিস

প্যারিস, ৩১ ডিসেম্বর : লিওনেল মেসি, সার্জিও বুস্কেটস, জর্ডি আলবা, লুইস সুয়ারেজের পর মেজর লিগ সকারে যোগ দিলেন বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি গোলরক্ষক হুগো লরিস। ৩৭ বছরের ফরাসি তারকা টটেনহ্যাম হটসপারের সঙ্গে এগারো বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে যোগ দিলেন এমএলএস-এর ক্লাব লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি-তে।

২০১৮ সালে রাশিয়া বিশ্বকাপে লরিসের নেতৃত্বেই চ্যাম্পিয়ন হয় ফ্রান্স। লরিসের মার্কিন লিগে আগমনের খবর ঘোষণা করে লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি-র শীর্ষকর্তা জন থোরিংটন বলেছেন, ''হুগো তার প্রজন্মের সবচেয়ে সফল গোলরক্ষকদের একজন। নিজেকে বিজয়ী হিসেবে প্রমাণ করেছে। হুগো নিজের পরবর্তী অধ্যায় হিসেবে লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি-কে বেছে নেওয়ায় আমরা রোমাঞ্চিত। সর্বোচ্চ ফুটবলে নেতৃত্ব দেওয়ার অসাধারণ অভিজ্ঞতা নিয়ে সে এখানে আসছে। হুগোর উপস্থিতি আমাদের ক্লাবকে আরও ট্রফি জিততে সাহায্য করবে।''

টটেনহ্যামের হয়ে ১৫১ ম্যাচে গোল অক্ষত রাখা লরিস দেশকে বিশ্বকাপ জিততে সাহায্য করলেও স্পার্সদের হয়ে কোনও খেতাব জিততে পারেননি। এক ভিডিও বার্তায় টটেনহ্যাম ছাড়ার ঘোষণা করে লরিস বলেছেন, ''একটা অধ্যায় শেষ হল। কিন্তু স্পার্স সবসময় আমার নিজের ও পরিবারের জন্য বিশেষ কিছু হয়ে থাকবে।''

কোর্টে ফিরেই হার নাদালের

অবসর নিয়ে ফের ধোঁয়াশা

ব্রিসবেন, ৩১ ডিসেম্বর : চোট সারিয়ে কোর্টে প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তটা মধুর হয়নি নাদালের। রবিবার ব্রিসবেন ওপেনে পুরুষদের ডাবলস ম্যাচে নাদাল ও তাঁর পার্টনার মার্ক লোপেজ ৪-৬, ৪-৬ সরাসরি সেটে হেরে গিয়েছেন অস্ট্রেলীয় জুটি ম্যাক্স পুলসেল ও জর্ডন থম্পসনের বিরুদ্ধে।

এদিকে পেশাদার টেনিস সার্কিটে এটাই তাঁর শেষ বছর। আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। যদিও রবিবার মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে নাদালের বক্তব্য, ''ভবিষ্যতে কী হবে, কেউই জানি না। তাই পরেরবারও আমাকে এখানে খেলতে দেখলে অবাক হবেন না।'' ৩৭ বছর বয়সি স্প্যানিশ তারকার এই মন্তব্যে তাঁর অবসর নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে!

নাদালের বক্তব্য, ''আমি বলেছিলাম, সম্ভবত এটাই আমার শেষ বছর। এটা ঘটনা যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে খেলোয়াড় হিসাবে এটাই আমার শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। কিন্তু যদি পরেরবারও আমাকে এখানে খেলতে দেখেন, তাহলে অবাক হবেন না। মনে রাখবেন, আমি কিন্তু 'সম্ভবত' শব্দটা উচ্চারণ করেছি। তবে পুরোটাই নির্ভর করছে আমার শরীরের উপর।'' ২২টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী স্প্যানিশ তারকা আরও বলেন, ''ছ'মাস পর কী হবে, সেটা আমার পক্ষে এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। গত কুড়ি বছর ধরে খেলাটা উপভোগ করছি। তাই অবসরের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা খুব কঠিন ছিল।''

দক্ষিণ আফ্রিকাতেই মেয়ের জন্মদিন পালন করলেন সস্ত্রীক রোহিত শর্মা

শার্দূল ফিট, দলে ফিরছেন জাদেজাও

কেপটাউন, ৩১ ডিসেম্বর : রোহিত শর্মারা রবিবার জোহানেসবার্গ থেকে কেপটাউনে এসেছেন। বুধবার থেকে এখানে দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট। ০-১ পিছিয়ে থাকা ভারতীয় দলের কাছে এই টেস্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ। জিতলে সিরিজ অমীমাংসিত রেখে দেশে ফেরা যাবে। না হলে হার। এই দেশ থেকে কখনও টেস্ট সিরিজ জিতে ফেরেনি ভারত।

এরমধ্যে একটা ভাল খবর নিয়ে রোহিতরা কেপটাউনে এসেছেন। সেটা হল শার্দূল ঠাকুরকে ফিট ঘোষণা করেছে মেডিক্যাল টিম। ওয়ান্ডারার্সে থ্রো ডাউন প্র্যাকটিসে বাঁ কাঁধে চোট পেয়েছিলেন মুম্বইয়ের অলরাউন্ডার। এখন তাঁর নাম কেপটউন টেস্টের জন্য বিবেচিত হতে কোনও বাধা নেই। শার্দুল অবশ্য সেঞ্চুরিয়নে অনুকুল পরিবেশ পেয়েও কিছু করতে পারেননি।

কেপটাউন সারা পৃথিবীর পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের জায়গা। এখানকার টেবল মাউন্টেন দেখলে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটারদের কাছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ আপাতত নেই। বুমরা বাদে বোলাররা ব্যার্থ হয়েছেন প্রথম টেস্টে। ব্যাটিংয়েও রাহুল ও বিরাট ছাড়া কেউ রান পাননি। মন্দের ভাল শুধু এটা যে, এখানে সুপারস্পোর্ট পার্কের মতো উইকেট হবে না।

ভারতীয় কোচ রাহুল দ্রাবিড় দল নিয়ে খুব বেশি পরীক্ষায় যাওয়ার লোক নন। তবে রবীন্দ্র জাদেজা ফিট হয়ে যাওয়ায় রবিচন্দ্রন অশ্বিনের জায়গায় তাঁর দলে আসা একরকম নিশ্চিত। সিমারদের মধ্যে অভিষেক টেস্টে প্রসিধ কৃষ্ণর বোলিং ভাল হয়নি। তাঁর জায়গায় মুকেশ কুমারকে দেখা যেতে পারে। তবে আবেশ খানকে মহম্মদ শামির বিকল্প হিসাবে দলে ডেকে নেওয়া হয়েছে। সুযোগ পেতে পারেন তিনিও।

সেঞ্চুরিয়নে আফ্রিকান বোলাররা গতি আর বাউন্সের জোরে নাজেহাল করেছেন ভারতীয় ব্যাটিংকে। বুমরা ছাড়া কোনও ভারতীয় বোলার এহেন উইকেটের সুবিধা নিতে পারেননি। ব্যাটারদের মধ্যে বিরাট ছাড়া টপ অর্ডার চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে সেঞ্চুরিয়নে। শুভমন, যশস্বী, শ্রেয়সের কাছে রাবাডাদের মোকাবিলা করার কোনও রাস্তা ছিল না। গাভাসকর শুভমনকে অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক হতে নিষেধ করেছেন।

৩১ বছরেও দক্ষিণ আফ্রিকায় কোনও টেস্ট সিরিজ জেতেনি ভারত। এবার সিরিজ জেতার অনুকুল পরিবেশ ছিল বলে জানিয়েছিলেন প্রাক্তনদের অনেকে। কিন্তু তা হচ্ছে না। প্রথম টেস্টে ইনিংসে হেরে ভারত এখন সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে রয়েছে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা ও সিমার জেরাল্ড কোয়েটজিকে হারিয়ে কিছুটা চাপে। দুজনেই চোটের জন্য কোপটাউনে খেলতে পারবেন না।

কেপটাউন টেস্টের আগে স্বস্তি ভারতীয় শিবিরে। শার্দূল ফিট, জাদেজাও সম্ভবত ফিরছেন।

বিরাট-প্রশংসা ভেঙ্কটেশের

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : ২০২৩ সালটা বিরাট কোহলির জন্য দুর্দান্ত কেটেছে। এমনটাই মত টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন পেসার ভেঙ্কটেশ প্রসাদের। তিনি বলেছেন, ''বিরাট আরও একবার প্রমাণ করল ও চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার। এই প্রজন্মের সেরা ব্যাটার। গোটা বছরজুড়ে অসাধারণ ধারাবাহিকতা দেখিয়েছে। বিশেষ কর, আগের দুটো বছর যখন ওর জন্য খারাপ কেটেছিল। সাফল্যের প্রতি বিরাটের খিদে দেখার মতো। যা ওকে সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছে।'' একই সঙ্গে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভনকে একহাত নিয়েছেন প্রসাদ। ভন বলেছিলেন, সাম্প্রতিক কালে ভারত সেই অর্থে কোনও সাফল্যই পায়নি। প্রসাদের পাল্টা, ''আমরা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পরপর দুটো টেস্ট সিরিজ জিতেছি। এর মধ্যে শেষবার প্রথম টেস্টে ৩৬ রানে অল আউট হওয়ার পরেও আমরা ২-১ টেস্টে সিরিজ জিতেছিলাম।''

কাপ না জিতলে কেউ মনে রাখবে না : রাহুল

কেপটাউন, ৩১ ডিসেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ চলছে। সেঞ্চুরিয়নে দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকিয়েও দলকে ইনিংসে হারের হাত থেকে বাঁচাতে পারেননি কে এল রাহল। একই ফাঁকে সম্প্রচারকারী টিভি চ্যানেলে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মুখ খুলেছেন ডানহাতি ভারতীয় ব্যাটার। তাঁর সাফ কথা, বিশ্বকাপ জিততে না পারলে, অবসরের পর তাঁদের কেউই মনে রাখবে না।

দ্বিপাক্ষিক সিরিজে দাপট দেখালেও, দীর্ঘদিন হয়ে গেল আইসিসি টুর্নামেন্টে কোনও সাফল্য নেই টিম ইন্ডিয়ার। সম্প্রতি দেশের মাটিতে আয়োজিত একদিনের বিশ্বকাপে দারুণ খেলেও ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারতে হয়েছে। নতুন বছরে রয়েছে টি-২০ বিশ্বকাপ। রাহুল তাই যেভাবেই হোক কাপ জিততে চান। তিনি বলছেন, ''১০-১৫ বছর পর আমরা যখন অবসর নেব, তখন আমাদের পরিচয় কী হবে? কত রান করেছি, কটা উইকেট নিয়েছি বা কতগুলো দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জিতেছি, তা নিয়ে কেউ আমাদের কেরিয়ারের মূল্যায়ন করবে না। বরং একটাই মাপকাঠি গুরুত্ব পাবে। কটা বিশ্বকাপ জিতেছি।''

এখানেই না থেমে রাহুল আরও যোগ করেছেন, ''আমাদের তাই যেভাবেই হোক বিশ্বকাপ জিততেই হবে। সেটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ ওটাই আসল ট্রফি। একজন খেলোয়াড়ের মাপকাঠি। আপনি যদি একশোটা দ্বিপাক্ষিক সিরিজও জেতেন, সেটাও বিশ্বকাপ জয়ের সামনে কিছুই নয়।'' এদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বুধবার থেকে কেপটাউনে শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় টেস্ট।

শচীন ছাড়া কেউ পারেনি : ডোনাল্ড

সিরাজদের ধৈর্য ধরার পরামর্শ

কেপটাউন, ৩১ ডিসেম্বর : সেঞ্চুরিয়নে ব্যর্থ হয়েছেন ভারতীয় পেসাররা। রোহিত শর্মার দলও শোচনীয়ভাবে ইনিংসে হেরে সিরিজে পিছিয়ে পড়েছে। যশপ্রীত বুমরা একমাত্র সফল বোলার ছিলেন সুপারস্পোর্ট পার্কে। কেপটাউনে দ্বিতীয় টেস্টের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার অ্যালান ডোনাল্ড ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিয়েছেন ভারতীয় পেসারদের। তিনি মনে করেন, কেপটাউনের উইকেটে বুমরাদের সৃষ্টিশীলতার পরীক্ষা হবে।

ডোনাল্ড বলেছেন, ''ভারতের থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসাররা পিচ, পরিবেশ অনেক ভালভাবে কাজে লাগিয়েছে। ভারতীয় পেসাররা অনেক কিছু করতে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। বড্ড বেশি চেষ্টা করেছে ওরা। খুব তাড়াতাড়ি শর্ট বল করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে। লাইন ও লেংথ হারিয়ে ফেলেছে এবং মাঠের ছোট সাইডের দিকে প্রচুর রান দিয়েছে। এরপর বোলারের আত্মবিশ্বাস হারানোর সুযোগ নিয়ে চারদিকেই শট খেলেছে ব্যাটাররা।'' যোগ করেন, ''দক্ষিণ আফ্রিকার পেসাররা অনেক ধৈর্য দেখিয়েছে। ভারতীয়দের ধৈর্য সহকারে বৈচিত্র আনার চেষ্টা করতে হবে।''

ডোনাল্ড বলছেন, ''কেপটাউনে অনেক বেশি সৃষ্টিশীলতা দেখাতে হবে ভারতীয় পেসারদের। উইকেট পাটা হবে। পার্টনারশিপ গুরুত্বপূর্ণ। কেপটাউন টেস্ট সবসময় কঠিন হয়। স্পিনারদের ভূমিকা থাকে। আশা করি, কেপটাউনে উপভোগ্য টেস্ট হবে এবং দু'দলের বোলিং আক্রমণে শৃঙ্খলা দেখতে পাব।''

শচীন তেন্ডুলকর দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঁচটি সফরে চারটি সেঞ্চুরি করেছেন। ডোনাল্ড বলেছেন, ''ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের নিরিখে একমাত্র শচীনই আমাদের বিরুদ্ধে এখানে সবথেকে ভাল খেলেছে। মিডল স্টাম্পে দাঁড়িয়ে ফরোয়ার্ড খেলেছে এবং দুর্দান্তভাবে বল ছেড়েছে। এখানে বল ভাল ছাড়লে তবেই রান করতে পারবে। লড়াইটা এখানে এত সহজ নয়।''

শেহবাগের পরেই ওয়ার্নার : গ্রেগ

সিডনি, ৩১ ডিসেম্বর : বক্সিং ডে টেস্টের দলকেই ধরে রেখেছে অস্ট্রেলিয়া। ফলে এসসিজি-তে বিদায়ী টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামছেন অস্ট্রেলীয় ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। ঘরের মাঠে বিদায়ী অভ্যর্থনা পাবেন তিনি, এমনই ধারণা অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেলের। সেই সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়দের প্রাক্তন কোচ জানিয়েছেন, আধুনিক যুগে বিধ্বংসী ব্যাটার হিসেবে বীরেন্দ্র শেহবাগের ঠিক পরেই থাকবেন ওয়ার্নার।

নিজের কলামে গ্রেগ লিখেছেন, ''ডেভিড শুধু বল বিকৃতিকাণ্ড কেলেঙ্কারির (স্যান্ডপেপার) দাগ নিয়ে বেঁচে থাকবে না। সেই দাগ ডেভিড এবং ক্যামেরন ব্যানক্রফটের থেকে অনেকের গায়ে রয়েছে। অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের সাফল্যে ওয়ার্নারের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যাবে না। আধুনিক যুগে ডেভিডের থেকে বিধ্বংসী ওপেনার হিসেবে এগিয়ে শুধু বীরেন্দ্র শেহবাগ।''

সিডনির পর টেস্টে ওয়ার্নারের জায়গা কে নেবেন? সে ব্যাপারে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে পরামর্শও দিয়েছেন গ্রেগ। বলেছেন, ''ওয়ার্নারের প্রভাবটাকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। আমার প্রবল বিশ্বাস, নির্বাচকরা যেন ডেভিডের পরিবর্ত হিসেবে এমন কাউকে বেছে নেয় যার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা আছে। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অস্ট্রেলিয়াকে যে সুবিধাটা দিয়ে এসেছে ডেভিড সেটা যেন ধরে রাখা হয়।''

বিদায়ী টেস্টের আগে ওয়ার্নারকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডও। তিনি বলেছেন, ''তিন ফরম্যাটে সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার ওয়ার্নার। তার মধ্যে একটা ফরম্যাট থেকে ওর মতো খেলোয়াড় যখন সরে যাচ্ছে, সেটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য বড় ক্ষতি।''